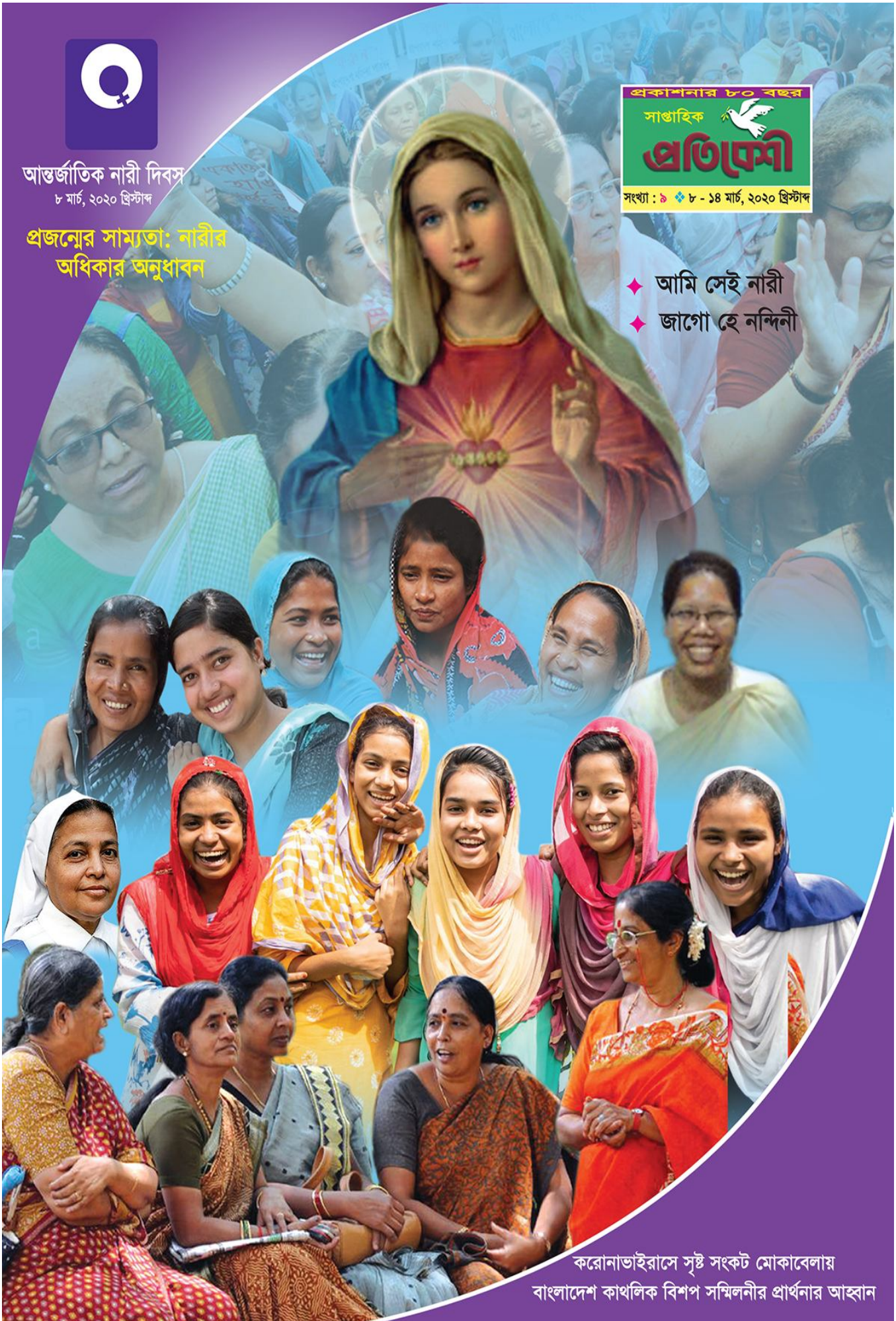

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৯ ❖ ৮ - ১৪ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজন্মের সাম্যতা: নারীর অধিকার অনুধাবন

- আমি সেই নারী
- জাগো হে নন্দিনী

করোনাভাইরাসে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায়
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রার্থনার আহ্বান

দয়াময় পিতার স্বর্গীয় আলোতে মেরী মণিকার ১৭তম বৎসর

৭ মার্চ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে?
আমি শুনবো ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে।।

আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে,
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে।।

মা-মণি, তোমাকে ঘিরে কত কথা যে মনে হয়। ঋতুরাজ বসন্তে তোমার জন্ম, চারিদিকে নানারকম ফুল, পাখী ও কোকিলের সুমধুর ডাক। তার মধ্যেই সারাদেশে স্বাধীনতার ডাকে মানুষ তখন মাতোয়ারা। তাই তোমার জন্মের ঠিক পরের দিন যখন তোমার দিদি ও দাদারা তোমায় দেখতে এলো তোমার দিদির প্রথম কথা ছিল, জান মা আজ সকালে গির্জা থেকে আসার সময় বড় বড় লোকেরা আমাদের পায়ের জুতা খুলে দিয়েছিল। সেদিনই জানতে পারলাম যে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ভাষা শহীদদের স্মরণে খালি পায়ে চলতে হয়। তাই তো ভাবি তোমার জন্মদিন ও মৃত্যুদিন ঘিরে কত বড় বড় ঘটনা জড়িয়ে আছে, যা মনে রাখার মত। এই তোমার গাওয়া গানগুলির কথাও ভাবলে মনটা দুঃখে এবং সুখে ভরে ওঠে। মা-মণিকা তুমি আমাদের জন্য বিশেষ করে তোমার বড় দাদার জন্যে প্রার্থনা করো যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করবেন তা যেন মাথা পেতে নিতে পারি এবং সঠিক পথে চলতে পারি। পরিশেষে দয়াময় প্রভুর কাছে যেন ঠাঁই পাই আমরাও এই প্রার্থনা করি।

তোমারই শোকার্ত পরিবার

বিজ্ঞ/৫৯/২০

স্বর্গধামে যাত্রার তৃতীয় বছর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

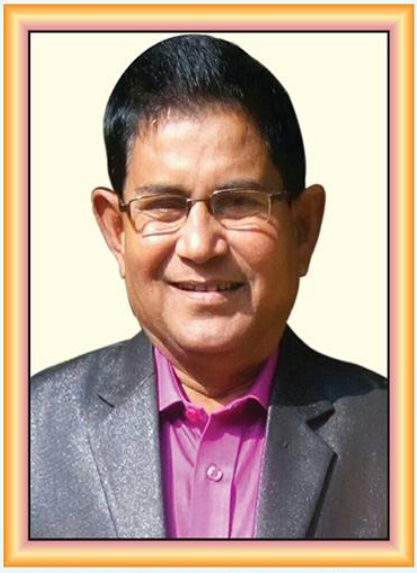

প্রয়াত অনিল পেট্রিক রোজারিও

জন্ম : ১১ নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১২ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

সুজাপুর, করান (মতির বাড়ী), নাগরী ধর্মপল্লী

**"বাবা কতদিন, কতদিন দেখিনা তোমায়
কেউ বলে না তোমার মত কোথায় খোকা ওরে বুকে আয়।"**

দিন, মাস, বছর এমনি করে দেখতে দেখতে তিনটি বছর পার হয়ে গেল। ঘূর্ণায়মান এই পৃথিবীতে চলে এলো তোমাকে চিরতরে হারানোর ব্যথাহত সেই দিনটি। তোমার এই শূন্যতা আমরা প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করি। তোমার কথা এখনো আমাদের কানে বাজে বাবা। প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে মনে হয় তুমি আজও আছো আমাদেরই মাঝে। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর তার বাগানের সেরা ফুলটিই তুলে নিয়েছেন তাঁর ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার জন্য। স্বর্গধাম থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ জীবনে ধারণ করে সুখী হতে পারি এবং জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি, তবুও বাবা তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে।

তোমারই ভালোবাসার,

স্ত্রী : সরলা রোজারিও
বড় ছেলে ও ছেলে বউ : প্রেমানন্দ ও প্রিয়াংকা রোজারিও
মেঝো ছেলে ও ছেলে বউ : ডিলোন ও অলগা রোজারিও
ছোট ছেলে : চিন্ময় আন্তনী রোজারিও
নাতি : এলড্রিচ পেট্রিক রোজারিও

বিজ্ঞ/৬০/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০৮
■■■■■ ১ - ৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ১৮ - ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নারীর উন্নয়নে পুরুষ হোক সহায়ক

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন। উভয়েই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান এবং সমান গুরুত্বের। কেননা উভয়ে মিলেই ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করছেন। নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও সমান অধিকার প্রদান করার আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। নারী দিবস প্রতিষ্ঠার পটভূমি দীর্ঘ হলেও জাতিসংঘ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারী দিবস পালন শুরু করে। একই সময়ে বাংলাদেশেও ৮ মার্চ নারী দিবস পালন শুরু হয়। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীও নারীদের ক্ষমতায়ন ও উন্নতির জন্য নারী বিষয়ক দপ্তরের মধ্য দিয়ে নারীদের বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন। মণ্ডলীতে নারীদের অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণ করার বিভিন্ন কর্মসূচীও গ্রহণ করছেন। বিশ্ব ও দেশের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীও আপন পরিসরে যথাযোগ্য মর্যাদায় নারী দিবস উদ্‌যাপন করে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীতে নারীদের অংশগ্রহণ ও অবদান অনস্বীকার্য। তাদের কারণেই খ্রিস্টীয় উপাসনা প্রাণবন্ত ও মণ্ডলী জীবন্ত। পরিবার ও মণ্ডলীকে জীবন্ত রাখতে নারীরা সক্রিয়। প্রত্যেক নারীর'ই বাধাঁ-বিঘ্ন জয় করার পর্যাপ্ত শক্তি আছে। এই আশাবাদী মানসিকতায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে নারীকে। একই সাথে নারীর সফলতাকে মর্যাদা দিয়ে, নারীর অগ্রগতির পথে সহায়ক হবার দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে পুরুষের মানসিকতায়।

বাংলাদেশে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে আনুপাতিক হারে তা খুব কম। কেননা নারীকে এগিয়ে যেতে চাইলে পরিবার ও সমাজে, পথে-ঘাটে অনেক প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়। যা আসে অশিক্ষা ও কুসংস্কার থেকে। পরিস্থিতির বিবেচনায় নারীদের শিক্ষিতকরণ আবশ্যক। বাংলাদেশ সরকারের নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ যথার্থ একটি সিদ্ধান্ত। সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে সকল পিতামাতা ও নারীকে শিক্ষিত হবার বাসনা রাখতে হবে। কেননা শিক্ষিত নারী বা মা-ই শিক্ষিত জাতির কারিগর হবেন। তবে নারী একাকী শিক্ষিত হতে পারে না। তাকে সহযোগিতা করতে হবে। নারীদের উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলাতে পুরুষদের সহযোগি মনোভাব একান্তই প্রয়োজন। পুরুষদের সংকীর্ণ মনোভাব ও ধর্মান্ধতা ত্যাগ করতে হবে। পুরুষদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় যোগ্যতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। নারী নেতৃত্বের স্বচ্ছতা ও সক্ষমতা উপলব্ধি করে নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে মাণ্ডলীক ও দেশীয়ভাবে আরো বেশি যত্নশীল হওয়া দরকার।

মনে রাখতে হবে নারীকে সহযোগিতা করা কোন বিশেষ সুবিধা নয়, বরং নারীর অধিকার সেটি। নারী-পুরুষ উভয়েই নিজ অধিকার ও সম্মান রক্ষায় সর্বদা সচেতন থাকবে। একজন নারী যেন অন্য নারীর মর্যাদা ও সম্মানহানির কোন কাজ না করেন। নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সহ-অবস্থান করুক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হোক প্রতিটি পরিবারে ও সমাজে। পরিবার, অর্থনীতি, সমাজ ও মণ্ডলী বিনির্মাণে নারীদের অপরিসীম অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়। তাদের চলার পথ মসৃণ করার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা দরকার। নারী-পুরুষের সমতা থাকলেই আসবে প্রগতি। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকল নারীর প্রতি সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা ও ভালবাসা ॥ ✝

"যিশু তাঁদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই দর্শণের কথা বলো না, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।"-মথি ১৭:৯

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এ নিম্নলিখিত পদে জরুরী ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী মহিলা/পুরুষ প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হল:-

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বয়স	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১	কালেক্টর (চুক্তিভিত্তিক-ঢাকা কালেকশন বুথের জন্য)	১	২০-৩০ বৎসর	কমপক্ষে স্নাতক পাস হতে হবে। (বাণিজ্য বিভাগ অগ্রাধিকার দেয়া হবে) কম্পিউটার অপারেটিং-এ পারদর্শী হতে হবে।	ক্রেডিট ইউনিয়নে ছাত্র প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২	বুথ ইনচার্জ (চুক্তিভিত্তিক-ঢাকা কালেকশন বুথের জন্য)	১	৫০-৬৫ বৎসর	কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। কম্পিউটার অপারেটিং-এ পারদর্শী। (অবসর প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)।	সরকারী/বেসরকারী/বীমা/এনজিও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শর্তাবলী:

১. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই (ক) পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্ক শিটের ফটোকপি (গ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (ঘ) অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি (ঙ) সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
২. চাকুরীর প্রকৃতি: চুক্তিভিত্তিক।
৩. কর্মস্থল: নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-ঢাকা বুথ।
৪. বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে।
৫. প্রার্থীকে অবশ্যই নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নিয়মিত সদস্য-সদস্যা হতে হবে।
৬. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে।
৭. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮. দরখাস্ত যাচাই/বাছাই এবং নিয়োগ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৯. যারা ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
১০. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ রাখে।
১১. ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
১২. আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যে অধিকারী হতে হবে।
১৩. সমিতির প্রয়োজনে যেকোন দিন ও যেকোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
১৪. খামের উপর পদের নাম উল্লেখসহ ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা সুপারিশসহ আগামী ২৫/০৩/২০২০ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
১৫. আবেদনকারীকে অবশ্যই ঢাকায় বসবাসরত হতে হবে।
১৬. অফিস সময়: অফিস কর্তৃপক্ষ/ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
নাইট তিলসেস্ট ভবন
ডাকঘর: নাগরী, উপজেলা: কাশীপঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বিপ/৬৪/২০

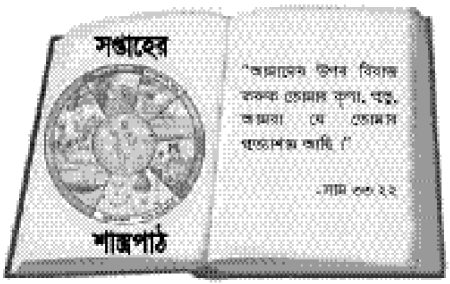

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৮-১৪ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৮ মার্চ, রবিবার
আদি ১২: ১-৪ক, সাম ৩৩: ৪-৫, ১৮-২০, ২২,
২ তিমথি ১: ৮খ-১০, মথি ১৭: ১-৯

৯ মার্চ, সোমবার
দানিয়েল ৯ : ৪-১০, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, লুক ৬ : ৩৬-৩৮

১০ মার্চ, মঙ্গলবার
ইসাইয়া ১: ১০, ১৬-২০ সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১, ২৩
মথি ২৩: ১-১২

১১ মার্চ, বুধবার
জেরেমিয়া ১৮: ১৮-২০, সাম ৩১: ৪-৫, ১৩-১৫, মথি ২০: ১৭-২০

১২ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরেমিয়া ১৭: ৫-১০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৬: ১৯-৩১

১৩ মার্চ, শুক্রবার
আদি ৩৭: ৩-৪, ১২-১৩, ১৭-২৮ সাম ১০৫: ১৬-২১,
মথি ২১: ৩৩-৪৩, ৪৫-৪৬

১৪ মার্চ, শনিবার
মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২০ সাম ১০৩: ১-৪, ৯-১২,
লুক ১৫: ১-৩, ১১-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৮ মার্চ, রবিবার
+ ১৯২৮ সিস্টার এম ব্রিজেট হল, সিএসসি
+ ২০১৭ সিস্টার ফিলোমিনা এসএমআরএ (ঢাকা)

৯ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৮১ সিস্টার লরা সাচেল্লো এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯০ ফাদার রবার্ট ম্যাক-কী সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার স্টিফেন গমেজ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৩০ ফাদার সাইনাই শাচ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার যোসেফ পি. দত্ত (ঢাকা)
+ ২০০৫ সিস্টার মেরী মনিকা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৭ সিস্টার এম লুসি এসএমআই (ময়মনসিংহ)

১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৮৯২ সিস্টার এম ফিডেলিস ডোলান সিএসসি (আকিয়াব)
+ ১৯৪১ সিস্টার মেরী ভিটাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম ইউসেবিয়াস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম ডিক্লান আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ সিস্টার মিখেলিনা রেজিনা কিস্কু সিআইসি (দিনাজপুর)

১৩ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৫৯ সিস্টার মেরী বেনেডিক্ট যোসেফ পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৭৭ মাদার জার্মেইন লালান্ড সিএসসি
+ ১৯৮৪ ব্রাদার লিও দুবয় সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার পিটার সাহা (চট্টগ্রাম)

১৪ মার্চ, শনিবার
+ ১৮৯৮ বিশপ পিয়ের দুফাল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ সিস্টার এম ক্যানিসিয়ুস মিনিহ্যান সিএসসি
+ ১৯৭৬ সিস্টার আগষ্টিন মারী হোয়াইট সিএসসি
+ ১৯৮৮ ফাদার রবার্ট আসকিল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম ডলরোস আরএনডিএম (ঢাকা)

নারী হিসেবে আদিবাসী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক

বাংলাদেশের আদিবাসী নারী এবং নারী হিসেবে অধিকার সচেতন ও প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। কেননা এদেশে বসবাসরত আদিবাসী গোষ্ঠিদের বেশিরভাগই নিজ অধিকার সম্বন্ধে অসচেতন। বিশেষ করে পাহাড় কিংবা দুর্গম এলাকায় বসবাসরত আদিবাসী নারীদের অধিকার সুরক্ষা, লিঙ্গ সমতা এবং অধিকার সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান রয়েছে। যার ফলে সমাজে অন্যান্য নারীদের মত আদিবাসী নারীরা সমান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। বঞ্চিত হচ্ছে নারী হিসেবে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে জীবন-যাপন করা থেকে। দুর্গম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসের ফলে তারা যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি অবহেলিত হচ্ছে আধুনিক সমাজেও। অন্যদিকে, আদিবাসী নারীরা জীবনের পদে-পদে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আদিবাসী নারীরা রাস্তাঘাটে-শহরে-গ্রামে, দেশে-প্রবাসে, প্রতিনিয়তই কটুক্তি, ব্যঙ্গ, অবহেলা, প্রতারণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছে যা তাদের অধিকারকেই রীতিমত খর্ব করছে। এটাও লক্ষ্যণীয় যে, আদিবাসী নারীরা নির্যাতিত হবার পরও অনেকেই চক্ষুলজ্জার ভয়ে নীরব থেকে নির্লিপ্ততার পরিচয় দিচ্ছে। আবার এদিকে, নির্যাতিত, অবহেলিত আদিবাসী নারীরা অভিযোগ করেও সুষ্ঠ বিচার পাচ্ছে না। বিগত কয়েক বছরে আদিবাসী নারী ধর্ষণ বা খুনের সুষ্ঠ বিচার এবং নির্যাতনকারীর যোগ্য শাস্তি কার্যকর হয়েছে কিনা তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন থেকে যায়। বর্তমানে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হওয়াটাও জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, এ যুগেও কিছুসংখ্যক আদিবাসী নারী বিশ্বায়নের সংস্কৃতি থেকে দূরে অবস্থান করছে। যার ফলে তারা বিভিন্ন বিষয়ে অসচেতন, নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় তুলনামূলক কম সক্ষম এবং সমাজে অরক্ষিত। প্রসঙ্গতই আদিবাসী নারীরা সরকারি চাকুরী ও জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখা এবং ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের সাথে সংশ্লিষ্টতা রক্ষায় উদাসীন এবং অনাগ্রহী। এসব কারণই আদিবাসী নারীদের পিছিয়ে থাকার নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তাই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত নারীদের আর্থ-সামাজিক প্ল্যাটফর্মে অবদান রাখতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন নারী হিসেবে আদিবাসী নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন আদিবাসী নারীর অধিকার সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার প্রেরণা হোক এবং নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মানসিকতা গড়ে ওঠুক। সর্বোপরি, একজন নারী হিসেবে প্রত্যেক আদিবাসী নারীর মর্যাদা প্রাপ্তিতে ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে সকলের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ মনোযোগীতা প্রত্যাশি॥

জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

করোনাভাইরাসে উদ্ভূত সংকট উত্তরণে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর বিশেষ প্রার্থনা আহ্বান

সকল যাজক, ব্রতধারী ব্রতধারিণী ও খ্রিস্টভক্ত এবং সদিচ্ছা সম্পন্ন জনগণের সমীপে

আমরা সকলেই করোনাভাইরাস সম্পর্কে অবগত রয়েছি। সংবাদ মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, সারা বিশ্বে ৭০টির বেশি দেশে এই করোনাভাইরাস রোগি সনাক্ত এবং কোন কোন দেশে তা হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সকলকে এই ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক থাকতে এবং প্রতিদিন বিশেষ প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছি। মঙ্গলময় ঈশ্বর যেন করোনাভাইরাসের এই সংকট থেকে বিশ্বের মানুষকে সুরক্ষা করেন। যারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত তাদের সুস্থতা এবং যারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

-বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

ক্রুশ বহনে মনের পরিবর্তন

যোসেফ রুবেন দেউরী

ফিরছিলাম গ্রামের পথে-পথে, বিচিত্র সাজে হৃদয় কোঠরে ধরা দিল কয়েকটি দুর্লভ অবিশ্বাস্য ঘটনা যা চঞ্চল প্রাণবন্ত যুব

মানসে, দুর্বল বিশ্বাসকে করেছে প্রবল ও শক্তিশালী, জাগিয়েছে নব চেতনার স্বপ্ন। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার প্রধান হাতিয়ার হল যিশুখ্রিস্টের পবিত্র ক্রুশ।

পথ চলার পরিক্রমায় যুবারা বুঝতে পেরেছে ক্রুশ হচ্ছে মনের শক্তি ও আত্মার আনন্দ। পাপসত্তা, ক্ষত-বিক্ষত আত্মা, হালবিহীন শত-শত মানব জীবনকে পরিপূর্ণতা দিতে প্রভু যিশু ক্রুশকে আলিঙ্গন করেছেন। অস্থির ও ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে প্রতিটা প্রাণকে রক্ষা করতে পরিত্রাতা প্রভু যিশু অভয় পথের সন্ধান দিয়েছেন। ক্রুশের উপর পরিত্রাতা প্রভু যিশু তাঁরই ভালবাসার ও ক্ষমার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ক্রুশ বহনকারী যুবরা প্রতিটি দ্বারে সময়ের অবিরাম গতিতে, খ্রিস্টের ক্রুশের সাথে একাত্ম হয়ে, জনগণের প্রতি অসীম প্রেমের সাক্ষ্য বহন করেছেন। তারা প্রাকৃতিক দূর্যোগ, রোদ-বৃষ্টি হাঁটুজল কাঁদা-মাটি উপেক্ষা করে লেখা-পড়ার ব্যস্ততা স্থগিত রেখে একনিষ্ঠ সাধক হয়ে যুব ক্রুশের আশীর্বাদ প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। সমুদ্রের অতল গভীরে লুকানো ভালবাসার স্বাদ লাভ করেছে প্রান্তিক এলাকার আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা। ক্রুশের তীর্থযাত্রায় যুব অন্তরে ও পরিবারেগুলোতে কিছু আশীর্বাদ বা কৃপা লাভের মুহূর্ত বা ঘটনার সাক্ষী আমিসহ আরো অনেকেই। তাঁরই কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা এখানে তুলে ধরছি।

ঘটনা নং ১: একটি গ্রামে কতিপয় পরিবারে মধ্যে স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে মাটির উপর নির্মিত একটি ছোট নীড়। বিশাল আকৃতির ক্রুশ, তাদের ছোট কুটিরে প্রবেশ কীভাবে হবে পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর মতো আমাদের ও সবার ভাবনা। এটা অবিশ্বাস্য কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অতি সহজেই ক্রুশটি কুটিরে প্রবেশ করল। ক্রুশটি তাদের গৃহে প্রবেশ করায় তারা কৃতজ্ঞতায় আনন্দের অতিশয্যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। কেননা তারা নিতান্তই আশার ওপর ভিত্তি করে বেঁচে আছে। পরিত্রাণদায়ী খ্রিস্টের আশা কত সুদূরপ্রসারী তা উপলব্ধি করছেন। এছাড়াও তাদের ঘরে কোন সন্তান নেই তা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই ক্রুশের তলায় নিবেদন করেছেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে সবাই মুখ খুলে পরিবারের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনায়রত। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক এসে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল এই ঘরে ক্রুশ কীভাবে প্রবেশ করেছে? মানবীয় দৃষ্টিতে যা অসম্ভব ঈশ্বর তা সম্ভব করেন ভালবাসার গুণে। যিশুর ভালবাসার অন্ত নেই। যুবরা এই বার্তাই প্রত্যেকের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছে যে, পাপময় পথ ত্যাগ কর, ফিরে এসো দেখবে যিশু কত প্রেমময় ও ক্ষমাশীল। প্রেমের সাগরে একবার ডুব দিয়ে দেখ কত ভাল লাগে। ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্ট আমাদের পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে, ঘৃণাকে ক্ষমায় পরিণত করতে এ জগৎ মাঝে বিদ্যমান। মানবপ্রেমী যিশুর ক্রুশ আমাদের পাপের জন্য এনেছেন নবজীবন। ধর্মপল্লীর প্রতিটি পরিবার হৃদয়দর্শী যিশুকে নিজ গৃহে বরণ করে নিয়েছেন আপন মনে। আর আশীর্বাদও লাভ করেছে শতগুণে। এই ক্রুশটি সাধারণ ক্রুশ নয়, অসাধারণ এক ক্রুশ। বহিঃ ও অন্তর্জগতের কারুশিল্প যিনি, তাঁরই দৃষ্টি ভ্রম হয়েছে যুব মানসপটে। ভুবনেশ্বরকে দেখার জন্য তাদের অন্তর চোখ সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। আর যুবরা ঐশরিক শক্তির অলংকারে সজ্জিত হয়েছে।

ঘটনা নং-২ : যুব ক্রুশের সাথে পথ চলে সেবা নামে এক যুবতী সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, ধর্মপল্লীরই এক যুবাদাস রুবেন দেউরী। একদিন ফোন করে বলে, আমাদের ধর্মপল্লীতে যুবক্রুশ এসেছে। কয়েক দিনের মধ্যে তোমাদের গ্রামে এই ক্রুশ যাবে। তুমি কি এই ক্রুশযাত্রায় অংশ নিবে না? এ সময় সেবা ঢাকায় অবস্থান করছে। ভাগ্যাকাশে অরণ্যের তৃণভূমিতে গ্রামের বাড়িতে ক্রুশের আশীর্বাদ নেমে আসবে। এ সংবাদ শোনামাত্র সেবা তড়িঘড়ি করে প্রস্তুত হয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। সেবা বলছে, আমার বাবা একজন হার্টের রোগী, তার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, যন্ত্রণায় ছটফট করে, কত রাত কেটে যায় না ঘুমিয়ে। সে তার বাবাকে বলেছে, বাবা আমাদের গ্রামে আশীর্বাদিত যুবক্রুশ আসবে। তুমি এই ক্রুশটি বহন করে আমাদের ঘরে নিয়ে আসবে আর বিশ্বাস কর দেখবে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠবে। তার বাবা তাই করল। আর সত্যিই এই অসাধারণ ক্রুশের স্পর্শে ও তার বিশ্বাসে তার বাবা এখন অনেক সুস্থ, রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারে, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে। তাই সেবা নামে মেয়েটি কৃতজ্ঞচিত্তে বলে চলছে এই ক্রুশকে বিশ্বাস করুন, অবহেলা করবেন না। এটা তো ক্রুশ নয় স্বয়ং খ্রিস্ট।

ঘটনা নং ৩ : যিশুর ভালবাসার শক্তিতে শত-শত কঠিন পাথরগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সুতীক্ষ্ম তার হৃদয় দৃষ্টি। তার দৃষ্টি এড়াতে পারে না মর্ত ধরাতলের কোন মনুষ্য জাতি। সবেমাত্র কৈশোর পার করে যৌবনে পা রাখল যিশুর ভালবাসার অন্তরঙ্গ বন্ধু আপন। আপন ছিল দুষ্টের বন্ধু অবিশ্বাসী এক যুবক, অমনোযোগী ছাত্র, বাবা-মার অবাধ্য হওয়া ছিল তার নিত্যদিনের রুটিন। সে ভেবে নিয়েছে এটাই তার জীবন। একদিন তাদের গ্রামে ক্রুশ গেল এই তরুণ যুবক ক্রুশের কাছে না এসে এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগল, মোবাইল হাতে ব্যস্ত। ক্রুশের সাথে সহযাত্রী যুবারা তাকে ডাকলো এসো তুমিও আমাদের ক্রুশযাত্রার আনন্দের সহভাগী হও। কিন্তু কী আশ্চর্য! যুবকটি তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে আপন পথে চলছে। দিনের শেষ প্রান্তে এসে যাত্রার সমাপণ প্রার্থনা করতে সবাই সমবেত হয়েছে একটি ঘরে। এ সময় সে যুবক আনমনে প্রার্থনার ঘরে প্রবেশ করল। এই ঘরটি তরুণ যুবকের। অবশেষে ক্রুশ তার মনের কঠিনতাকে জয় নিল। হৃদয়ের বাঁধন থেকে

মুক্ত হয়ে নিঃস্বার্থ ভালবাসার জালে জড়িয়ে পড়ল আপন। এরপর থেকে আপন প্রতিটি গ্রামে গিয়েছে। এখন পরিবারের সবাইকে নিয়ে আপন প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রার্থনা করে এবং রবিবারে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বাবা-মার বাধ্য থাকার সাধনা করে। খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা পেয়েছে। তার এই আমূল পরিবর্তনে বাবা-মার আশাহীন মনে আশা জেগে ওঠেছে। এই যুব ক্রুশই তাকে ধরেছে এবং মুক্ত করেছে।

ঘটনা নং -৪ : পৃথিবী নামক সুন্দর বাগানে তাঁর কোন সন্তান হতাশা-নিরাশায় ও বেকারত্ব অবস্থায় ভিত্তিহীন অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকুক, তা বন্ধু যিশু কখনো চান না। তাঁর মৃদু স্পর্শে প্রস্ফূটিত হয় জীবনের গতি। তারই জীবন্ত সাক্ষ্য প্রকাশ করছে ক্রুশ যাত্রার যুবারা ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীতে। এই সময় বানিয়াচর ধর্মপল্লীর সন্তান সুমন মজুমদার খুব ভরসা নিয়ে মনোযোগের সাথে ক্রুশের কাছে প্রার্থনা করছে যেন তার একটি চাকুরী হয়। কেননা পরিবারও তার জন্য চাকুরীটা খুবই জরুরী। পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। বর্তমানে তার ওপর নির্ভর করছে পরিবারের ব্যয়ভার। সে চিন্তিত ও বিচলিত। সুমন প্রার্থনার ঘোরে হঠাৎ দেখতে পায় তার মোবাইল বাজছে, সে তা রিসিভ করা মাত্রই তার জীবনের সবচেয়ে সুখময় খবর শুনল তার চাকুরী হয়েছে। কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে আবেগাপ্লুত হয়ে আনন্দের সংবাদটি প্রকাশ করলেন। কৃতজ্ঞতায় ক্রুশের প্রতি তার মন হৃদয় ভরে উঠল। এই ক্রুশই সুমনের জীবনের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে এই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন।

ঘটনা নং-৫ : বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গতিশীল ও সৌন্দর্যময়। এই গতিশীল পৃথিবীতে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বেঁচে থাকার জন্য মানসিক, শারীরিক, আত্মিক শক্তি অত্যাবশ্যকীয়। জীবন উন্নয়নের জন্য সার্বিক যত্নের প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় পরিবারে অসচ্ছলতার কারণে মান উন্নয়নের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এমনি এক পরিবারে প্রহর নামে এক শিশুর জন্ম হয়। পরিবারে করুণ অবস্থার দরুণ তার পড়াশুনা হয়নি। শিশু প্রহর এখন যুব বয়সে পদার্পণ করেছে। সে এখন সবকিছু বুঝতে শিখেছে এবং পরিবারে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। চাকুরীর খোঁজে সে এখন ভবঘুরে। এমন সময় সে শুনতে পায় তার নিজ ধর্মপল্লী ঘোড়ারপাড়ে যুবক্রুশ নামে একটি ক্রুশ এসেছে। এই ক্রুশ প্রত্যেক গ্রামে প্রতিটি পরিবারে যাবে। যুবকটি তার মাকে বলল, যুব ক্রুশের সাথে গ্রামে-গ্রামে যাব। ক্রুশের আশীর্বাদে আমার চাকুরী হয়ে যাবে। এই প্রত্যাশায় তার যাত্রা শুরু হল ক্রুশের সাথে। প্রহর ভাবতে থাকে সুন্দর সহজ-সরল জীবন মহান ঈশ্বরের দান। কল্পনাবিহীন, বিরামহীন, তার ভালবাসা। এই মধুর স্বপ্ন উদয় হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে অংকুরিত হলো নব জীবনের সূত্র অর্থাৎ হঠাৎ সে একদিন খবর পেল তার চাকুরী হয়েছে। বেকারত্ব নয়, কর্মময় জীবনে রয়েছে প্রহর। সে এখন খুব সুখী। এই ক্রুশই তার জীবনের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে।

তাই পরিশেষে, সকল পাঠক ভাই-বোনদের বলি, আমরা যদি সত্যিকারের খ্রিস্টান হয়ে থাকি তাহলে পবিত্র বাইবেলের নব সন্ধির গালাতীয় ৬:১৪ পদের লিখিত জীবন্ত বাণীর আলোকে একমাত্র ক্রুশ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে যেন গর্ব না করি। যুবক্রুশের সাথে যাত্রার ফলে যুবক-যুবতীদের খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে সাথে-সাথে তাদের বিভিন্ন কাজে, আচরণে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে॥

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ....

৮ পৃষ্ঠার পর

হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুযোগ-সন্ধানী পুরুষ এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে আর নারীদের বঞ্চিত করছে তার অধিকার থেকে।

আমাদের দেশের বাস্তবতা অনুযায়ী যদি লক্ষ্য করি আমরা মেয়েদের স্কুলে বা কলেজে পাঠাচ্ছি শুধুমাত্র ভাল ঘরে বিয়ে দেয়ার জন্যে। স্কুলে বা কলেজে গেলে মানুষের নজরে আসবে এবং মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার বিয়ের প্রস্তাব আসবে এবং ভাল ঘর দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। পরিবার থেকে সকল সুযোগ আমরা ছেলেকে দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু সুযোগ পেলে মেয়েরাও অনেক কিছু করতে পারে। তার মানে হচ্ছে শুধু সুযোগ দেওয়াটা হচ্ছে বড় বিষয়। কিন্তু সুযোগটা কে দেবে? কার কাছে এই সুযোগ দেয়ার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা প্রথম থেকেই পুরুষের হাতে। আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষ সব সময় কর্তৃত্ব করতে চায়। দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব। শারীরিকভাবে ও অর্থনৈকিভাবে দুর্বলদের উপর। নারীরা এই দু'ভাবেই দুর্বল তাই পুরুষের সকল কর্তৃত্ব নারীদের উপর। নারীকে "নারী" না ভেবে "মানুষ" ভাবতে শিখতে হবে। নারীদেরকে সুযোগ দিতে হবে। আমাদের নারী বিষয়ে যে মানসিকতা রয়েছে তার পরিবর্তন করতে হবে। নারী মানেই দুর্বল, লাজুক নয় বা যৌন উত্তেজক কোন বিষয় নয়। সৃষ্টিতে নারী পুরুষের সমান অবদান, যেমন পুরুষ একার পক্ষে সৃষ্টি সম্ভব নয়, নারীকে তার অবশ্যই প্রয়োজন, তাই নারী-পুরুষের ভিন্ন অধিকার বিষয়টি অবান্তর একটি চিন্তা-ভাবনা। এই পার্থক্য আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট নারীর উপর কর্তৃত্ব করার জন্য। একচেটিয়া কর্তৃত্ব কোন সময় সুফল আনতে পারেনি। যেকোন বৃহৎ কাজের সাফল্য পেতে অবশ্যই নারী ও পুরুষের সমান প্রচেষ্টা প্রয়োজন। নারী-পুরুষ পার্থক্যের কারণে যে বৈষম্য আমাদের সমাজে রয়েছে তা কমাতে আমরা যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখতে পারি। নিজের পরিবার থেকে শুরু করুন দেখবেন অনেক পরিবর্তন দেখা যাবে। তারপর কর্মক্ষেত্রে শুরু করুন। এভাবে যদি আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রত্যেকে চেষ্টা করি তবেই এই লিঙ্গের সমতা আনতে পারবো তবেই সমাজ থেকে দূর হবে লিঙ্গের বৈষম্য এবং আমরা সত্যিকারের উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র পাবো॥

প্রবেশ করো

সুমি কস্তা

আমি তোমাতে প্রবেশ
করতে চেয়েছিলাম
কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে
পারো নি, তবুও আমি তোমাকে ছাড়িনি,
শক্ত শিকল দিয়ে বেঁধেছিলাম তোমায়।
"ওগো, মোর সন্তান"
যতবার তুমি শিকল ছিড়বে, ততবার আমি
তোমাকে
আলিঙ্গন করে রাখবো মোর অন্তর গহ্বরে,
তোলে নিয়ে আসবো আমার কোলের
শূণ্যস্থানে।
যেন তুমি এসে আমার
শূন্যতাকে সম্পূর্ণভাবে
পূণ্যতায় জন্ম দিতে পারো।
আর এটাই হবে আমার
জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।
তখন থাকবে না চোখে অশ্রু
ফিরে আসবে তোমার কাছে
ভালোবাসার বিন্দু-বিন্দু জল নিয়ে॥

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০
লৈঙ্গিক সাম্যতা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একসময় নারীরা নিপীড়ন ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠেছিল, সম-অধিকারের দাবিতে মিছিল ও প্রচার চলছিল। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কর্মরত নারীদের একটি সম্মেলন চলাকালে জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ক্লারা জেটকিন-এর এক প্রস্তাবে নারী অধিকার আদায় তীব্রতর করার জন্য প্রতিবছর এই দিনটি উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং বাস্তবে অনুশীলন করা শুরু হয়; জার্মানী এবং ইউরোপ থেকে শুরু করে কয়েক বছর ধরে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় ৮ মার্চ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। যদিও ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক নারী দিবসটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তবে ঐতিহ্যগতভাবে মার্চের ৮ তারিখেই যে এটি পালন করা হবে তার সিদ্ধান্ত নিতে আরও কয়েক বছর লেগেছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ ঘোষণা দেয় যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি সকল সদস্য রাষ্ট্রে একটি অফিসিয়াল দিবস হিসেবে পালিত হবে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়; বিশ্বের মধ্যে খুবই ঘনবসতিপূর্ণ প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বাস এ দেশে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ নারীর উপর সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ কনভেশন-এ স্বাক্ষর করে। সংবিধানটি সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করেছে, বিশেষভাবে নারী অধিকার রক্ষায় খুব কঠোর আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন পলিসি ২০১১ এবং এর কর্মপরিকল্পনাগুলো লিঙ্গ সমতা উন্নয়নে সরকারের কাজে একটি ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। ৭তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লিঙ্গ সমতার বিষয়গুলো বিভিন্ন বিভাগে সমন্বিত করা হয়েছে এবং নতুন কিছু সেক্টরে লিঙ্গ বিষয়গুলো খুব জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি ৪৩টি মন্ত্রণালয়ে লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল বাজেট তৈরীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিবছর ৮ মার্চ পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও এই দিবসটি পালিত হয়। এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রজন্মের সাম্যতা। বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি লিঙ্গ বৈষম্য সূচকে ভাল অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গত কয়েক দশকে মাতৃ মৃত্যুহার কমেছে প্রায় ৬৬.৬৬ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ায় জেণ্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ১৪৪ দেশের মধ্যে ৪৭তম স্থানে রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য রয়ে গেছে। এখনও নারীর ওপর সহিংসতার হার বেশি রয়েছে। বাংলাদেশে বিবাহিত নারীদের মধ্যে প্রতি তিনজনের মধ্যে প্রায় দুইজন বিবাহিত জীবনে সহিংসতার শিকার শতকরা প্রকাশ করলে দাঁড়াবে ৭২.৬ শতাংশে। নারীরা তাদের পারিবারিক জীবনেও অনেক বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে। বিবাহ, তালাক, সন্তানদের লালন ও উত্তরাধিকার আইনগুলো ধর্মীয় আইনের সাপেক্ষে হয়ে থাকে এবং এই ব্যক্তিগত আইন প্রায়শই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। সন্তান হিসেবে ছেলের মত মেয়েরও যে সমান অধিকার রয়েছে তা অনেকেই মেনে নিতে চান না।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলের নেত্রী, স্পিকার এমন কি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদগুলোতে নারীদের অবস্থান কিন্তু আমরা কি নারীদের সমঅধিকার প্রদান করতে পারছি? নারীদের প্রতি যে বৈষম্য বা সহিংসতা হচ্ছে তা কি কমাতে পারছি? নারীরা কি পুরুষদের মত সকল সুবিধা পাচ্ছে? কর্মক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম পারিশ্রমিক বা বেতন পায় যদিও নারী-পুরুষের সমান কর্মঘন্টা কাজ করতে হচ্ছে। পুরুষ তার কর্মক্ষেত্রে সারাদিন কাজ করেই ছুটি পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু নারী? অফিস বা কর্মক্ষেত্রের কাজ শেষে নিজের ঘরে তার আরও বেশি কাজ করতে হচ্ছে, পরিবারে খাবার তৈরি, ঘর পরিষ্কার করা, সন্তান লালন-পালন এই কাজগুলো থেকে নারীরা মুক্তি পায়নি। ঘরের এই কাজগুলির কোন অর্থনৈতিক মূল্য নেই। নেই কোন মর্যাদা। পারিবারিক এই কাজগুলো আমরা নারীদের বলে মনে করি। আসলে কি নারী আর পুরুষের কাজে কোন বিভক্তি রয়েছে? নারীরা এখন পুরুষদের মতই বাইরে নানা কাজ করছে তাই বলে ঘরে কিন্তু তাদের কাজ বা দায়িত্ব কমেনি। তারা ঘরও সামলাচ্ছে সমান তালে। ফলে তার কাজের বোঝা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

সকল বিষয়ে নারী-পুরুষের এই যে পার্থক্য এটা কিন্তু আমরাই লালন করছি। আমাদের মানসিকতা বা বাঁধা ধরা কিছু সংস্কার রয়েছে যা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারছি না। আমাদের প্রবণতা অনুযায়ী কাজকে ভাগ করে রেখেছি কোনটা পুরুষের কাজ আর কোনটা নারীর কাজ। আমরা এখান থেকে বের হতে পারছি না। কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে জেনে আসছি, এই বিভক্তি আমাদের রক্তে মিশে গেছে। এটা আমাদের পরিবার থেকে পাওয়া; আমাদের বাবা-মা'রা এই বীজ বুনেছে আমাদের মনে এবং আমরা বুনছি আমাদের সন্তানদের মনে। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে এই বীজ উপড়ে ফেলতে হবে। সেই ধরনের মানসিকতা চর্চা করতে হবে যেখানে নারী ও পুরুষের সম্মান বা অধিকার সমান। যদি আমরা নারীর সম্মান বা অধিকারের গুরুত্ব না দিয়ে শুধু পুরুষের সম্মানই পরিবারের সম্মান এই ধরনের চিন্তা করি বা এই মানসিকতার চর্চা করি তাহলে লিঙ্গের পার্থক্য কমার আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

আমাদের বাঁধা ধরা মানসিকতা কেমন? জন্ম থেকে আমরা নারী-পুরুষের পার্থক্য শুরু করি। মেয়ে শিশু হলে আমরা তাকে বড় করি শঙ্কার মধ্যে থেকে। তার জামা-কাপড়, খেলনা, খাওয়া, সঙ্গী কেমন হবে, তার চলা, বসার ধরণ কেমন হবে তা শিখাচ্ছি। আমরা কিন্তু তাকে নারী হিসেবে বড় করছি এবং পার্থক্য তৈরী করছি। তাকে আমরা বলছি তুমি "নারী" তোমার এমন কাজ, এমন কথা বলতে নেই; তোমাকে এইভাবে চলতে হবে, একদিন তোমাকে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য পুরুষের বাড়ি যেতে হবে। সেখানেই তোমার আসল বাড়ি হবে। তোমার স্বামীকে খুশি রাখতে হবে। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে খুশি রাখতে হবে, তারা যতই তোমাকে কষ্ট দিক না কেন তোমাকে সহ্য করতে হবে। কারণ তোমার মা বা শাশুড়ীও একই অভিজ্ঞতা, একই কষ্ট, দুঃখ, লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছে। আমাদের মনের মধ্যে এই প্রবণতা থাকলে আমরা কিভাবে নারীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো? শিশুকাল থেকে যদি এই পার্থক্য তৈরী করি তাহলে তার মধ্যে সমতা আনা খুব কঠিন হবে। এক্ষেত্রে নারীই নারীর সাম্যতা অধিকার রক্ষায় প্রধান বাঁধা

৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

আমি সেই নারী

রকি রায়

ভূমিকা : ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। সারা বিশ্বব্যাপী নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয় নারী দিবস। যার মূখ্য উদ্দেশ্য মানবজীবনে ও বিশ্বব্যাপী নারীদের অবদান, তাদের ভালবাসা ও সেবাকাজ স্মরণ করে এই বিশেষ দিনে আরেকটু বিশেষভাবে তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানানো। এই নারী দিবসে নারীদের নিয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছে করছিল। এমন ইচ্ছে থেকে দু'জন সাধারণ গ্রাম্য নারী, যারা কিনা অসাধারণ গুণে গুণান্বিত তাদেরকে নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। আমি একজন প্রাক্তন জেজুইট নভিস। শ্রীলংকায় নব্যালয়ের জীবন অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে আসি। এমন মুহূর্তে আমার সুযোগ হয় দেশের উরাঞ্চলে সাঁওতাল অধ্যুষিত ধর্মপল্লী মহেশপুর সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীতে পিমে সম্প্রদায়কে অভিজ্ঞতা করার। গ্রামে-গ্রামে ফাদারের সাথে পালকীয় কাজের জন্য গিয়েছি। সেখানেই আমার দেখা মেলে দুই সংগ্রামী গ্রাম্য নারীর সাথে যাদের জীবনে আমি খুঁজে পেয়েছি বাইবেলে দুই কিংবদন্তী নারী চরিত্র রূথ ও এস্থারকে। এই দুই গ্রাম্য নারীর সংগ্রামময় ও ত্যাগস্বীকারপূর্ণ জীবন তাদেরকে করে তুলেছে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ। সেই দু'জন সগ্রামী নারী হলেন:

এ যুগের রূথ: নাম তার ফুলমণি মার্ডী ফুলের মতই সুন্দর ছিল তার অবয়ব। বিয়ে হয় মহেশপুর ধর্মপল্লীর ধন্নজয়পুর গ্রামে। তার স্বামীর ভাষ্য মতে অনেক সুন্দরী ছিলেন ফুলমনি। যে কেউ চলতি পথে তাকে একবার দেখত আরেকবার পিছন ফিরে দেখতে চাইত। বিয়ের পর চার মেয়ে ও এক ছেলের জননী হয় ফুলমনি। স্বামীর কৃষিকাজ ও গবাদি পশু পালন করে সাতজনের এই সংসার কোনো মতে চলছিল। দুই মেয়েকে বিয়ে দিলেন সংসারে সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। ছোট ছেলে মেয়ে তখনও বেশ ছোট একদিন হঠাৎ নিজের গরুর অচমকা আঘাতে মাটিতে পড়ে যায় ফুলমনির স্বামী জ্যাঠা হেম্ব্রম। অনেক ডাক্তার কবিরাজ কিছুতেই কিছু হল না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী ফুলমনির স্বামী শুধুমাত্র মাথা নাড়াচড়া করতে পারেন। খাওয়া-দাওয়া ও শৌচক্রিয়ার জন্য সাহায্য নিতে হয় অন্যের। এমন অবস্থায় ফুলমণির মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে স্বামীর এই অবস্থায় ছোট তিন ছেলে-মেয়ে, চাষ আবাদ ও গবাদি পশুর যত্ন ও দেখভাল তাকেই করতে হবে। শুরু হয় তার নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামময় জীবন। আজ দীর্ঘ তেরো বছর ধরে পালন করে যাচ্ছেন তার কন্টকাকীর্ণ সংসার ধর্ম। হঠাৎ ক্যান্সারে মারা যায় ছোট মেয়ে, আর এক মেয়েকে বিয়ে দেন তিনি। বর্তমানে স্বামী ও ছেলে নিয়ে তার সংসার। আবাদের সময় তার ছেলেকে নিয়ে জমিতে ধান ও ভূট্টা আবাদ করেন। কখনো বা প্রকৃতির করাল গ্রাসে, বানের জলে ভেসে যায় তার ফসল। মৌসুমের সময় অনের জমিতে কাজ করতে যান তিনি। স্বামীর সেবা-যত্ন, রান্না, গরুর জন্য ঘাস কাটা ও গরুর যত্ন নেওয়া, নিজের জমি আবাদ নিয়ে পার করেন তার ব্যস্ততাময় জীবন, যদিও তার ছেলে তাকে সাহায্য করেন। চলাফেরার পথে যখন দেখা হয় তার সাথে সবসময় যিশু মারাং বলে হাসি মুখে সম্বোধন করেন। এই হাসির পিছনে যদিও বা লুকিয়ে থাকে কষ্ট বা ক্লান্তি কাউকে বুঝতে দেননা তিনি। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম জীবন নিয়ে কোনো অভিযোগ আছে কিনা? হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "না"। স্বামীর এই অবস্থার জন্য মন খারাপ হয় কিনা? বা স্বামীর প্রতি বিরক্ত হন কিনা? সুন্দরভাবে হেসে উত্তর দিলেন, "মনতো অবশ্যই খারাপ হয়, মাঝে-মাঝে বিরক্ত হন তিনি, কিন্তু স্বামী ও সংসারকে অনেক ভালোবাসেন তিনি।" মনে পড়ে যায় বাইবেলের বর্ণিত রূথের আত্মত্যাগের কথা অল্প বয়সে বিধবা হন রূথ। তার শাশুড়ী তাকে বাবার বাড়ি ফিরে গিয়ে আবারও নতুন জীবন শুরু করতে বলেন। কিন্তু রূথ তার বৃদ্ধা বিধবা শাশুড়ী নয়মীকে ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না। তিনি তার শাশুড়ীকে ভালোবেসে ও নিজের স্বামীর বংশ রক্ষা করতে শাশুড়ীর সাথে বেথলেহেমে চলে আসেন। ত্যাগ করেন তার আপনজন ও নিজের দেশ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার শাশুড়ীর সাথে ছিলেন, ছিলেন তার অনুগত।

এ যুগের এস্থার : বাইবেলে বর্ণিত এস্থারের কথা মনে আছে? যে একজন ইহুদী হয়েও একজন বিজাতীয় রাজাকে বিয়ে করেন। নিজের জাতি ইহুদীকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজির হয়ে ছিলেন রাজা আহাসুয়েরাসের দরবারে। নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তার শত্রু ও ইহুদী জাতির শত্রু হামানকে পরাস্ত করে, নিজের জাতির প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এমনই এক নারী মহেশপুর ধর্মপল্লীর আজলাবাদ গ্রামের লক্ষীমণি মুর্মু। তিনি রাণী এস্থারের মত নিজের জাতি নয় কিন্তু নিজের ভাইয়ের বংশ রক্ষা করতে নেমেছেন জীবন সংগ্রামে। লক্ষীমণির দুই ভাই তার অবস্থান মেজো। বড় ভাইয়ের বিয়ের পর এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে অসুস্থতায় মারা যান তিনি। বড় ভাইয়ের মৃতুর পর বড় বৌদি অন্যত্র বিয়ে করেন। পিসি হিসেবে নিজে লালন পালন করেন দুই ছেলে মেয়েকে ছোট ভাইকে বিয়ে দেন তিনি নিজ হাতে। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, ছোট ভাইও বিয়ের পর চার ছেলেকে রেখে মারা যান। বড় ভাইয়ের দুই সন্তান, ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ও চার ছেলে মোট সাতজন মানুষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। হাতে কোঁদাল কাস্তে নিয়ে নেমে পড়েন জীবন যুদ্ধে। কখনো ইট ভাটায় কখনো বা অন্যের জমিতে দিন মজুর হিসেবে কাজ করে আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠেছেন তার পরিবারের। নিজে বিয়ে করেননি এই মানুষগুলোর কথা ভেবে। গ্রামের সাপ্তাহিক হাঁটে দেখা হলে একগাল হাসি দিয়ে যিশু মারাং বলে। নিমন্ত্রণ দেয় তাদের বাড়িতে। ধর্মপল্লীর ফাদার তাকে তার ভাইয়ের ছেলেদের মা বলে সম্বোধন করে। সত্যিই তো তাই, তিনি জন্ম না দিয়েও ছয়টি সন্তানের মা। সাতজনের প্রতিপালিকা ও নিজের ভাইদের বংশ রক্ষাকারিনী এবং জীবন সংগ্রামে এক নির্ভীক যোদ্ধা।

উপসংহার: বাইবেল, বেদ-পুরাণ ও কোরানে বর্ণিত আছে বিভিন্ন মহৎ নারীদের কথা, রূথ-এস্থার, যিশুর মা মারীয়া, দেবী দূর্গা-সীতা-বেহুলা, বেহেশতের সর্দারনী বিবি আয়েশা (রাঃ) যারা বিভিন্ন ধর্মে পূজিতা ও সম্মানিতা। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে মণ্ডলীর আচার্য ও প্রতিপালিকা রূপে ঘোষিত আভিলার সাধ্বী তেরেজা, ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা, জগৎ জননী কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা। অন্যদিকে বাংলার নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। এমন আরো অসংখ্য নারীরা নারী দিবসে আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। যাদের জীবন ও মহৎ কাজ নারী শক্তি ও নারীর অবদানকে অলংকৃত করেন। এই সমস্ত মহৎ নারীদের প্রথম জীবনটা ছিল খুব সাধারণ। তাদের সাধারণ জীবনের বিভিন্ন গুণাবলি, তাদের নেওয়া ঝুঁকি ও তাদের সেবাকাজ তাদেরকে অসাধারণ করে তুলেছে।

আসুন এই নারী দিবসে আমরাও আমাদের চারপাশে তাকাই, লক্ষ্য করি সাধারণ নারীদের দিকে হয়তো বা আমরাও খুঁজে পাবো আনেক অসাধারণ নারী চরিত্র যারা জীবন সংগ্রামে অকুতোভয় যোদ্ধা। সেই সম্পদ নারীদের জন্য নারী দিবসে অজস্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা॥

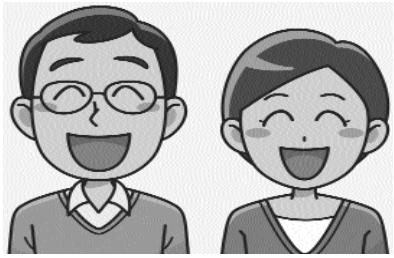

মমতায় ভরা পবিত্র মন্ত্র

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

এখন মধ্যরাত। পুরো হাসপাতাল জুড়ে নীরবতা। যারা দিনভর শরীরে ব্যথা-বেদনা নিয়ে ছটফট করেছে তারাও বেশ শান্ত হয়ে পড়লো প্রকৃতির সাথে। মাঝে-মাঝে পাশের রাস্তায় ছুটে চলা ট্রাকগুলো বিকট শব্দ করে ছুটে চলছে গন্তব্যে।

মমতার চোখে ঘুম নেই এতটুকুও। হাসপাতালের বিছানায় অসুস্থ স্বামী বিমল ঘুমাচ্ছে। পাশে সোফায় পা তুলে বসে থাকে মমতা। গভীর নীরবতাই যেন সাক্ষী মেনে জেগে আছে তার ঘুমহীন ছলছল চোখের সামনে। যেই গাড়িগুলো সকলের অলক্ষ্যে, অন্ধকার দাপিয়ে ছুটে চলছে মমতারও ইচ্ছে করছে খুব সন্তর্পণে অজানা গন্তব্যে হারিয়ে যেতে। এর আগেও অনেকবার এমন মনে হয়েছে কিন্তু পারছে কই? দিন যায়, রাত আসে, আবার নতুন দিন শুরু হয়, কিন্তু মমতার সামনে সব কিছুই পুরনো মনে হয়, সব যেন থমকে আছে এক জায়গায়। আজ কতদিন হয়ে গেল স্বামীকে নিয়ে এই হাসপাতালে পড়ে আছে। সপ্তাহে তিনদিন ইনসুলিন নেওয়া মানুষটি হঠাৎই একটু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর তার অবস্থার উন্নতি তো হয়নি, বরং দিন-দিন অবনতি হতে লাগলো।

স্বামীর বয়স আশি, মমতার বয়সও আশি ছুঁই ছুঁই করছে। সংসারে দুটি ছেলে মেয়ে ছিল। বয়স আর যোগ্যতা বাড়ার সাথে-সাথে তারা নিজেদের জন্য আলাদা জগত তৈরি করে নিল যেখানে অলিখিতভাবেই প্রবেশদ্বার বন্ধ রইল বাবা-মায়ের জন্য। একসময় অফিসে নয়টা-পাঁচটা ডিউটি করেও সংসারকে মায়া-মমতায় ভরিয়ে রাখতে এতটুকুও কার্পণ্য ছিল না মমতার। সন্তানদের আগলে রাখা, স্বামীর সেবা-যত্ন করা, সকলের জন্য ভাল-মন্দ রান্না করা, এসবই ছিলো তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজের অংশ। সন্তানেরা যখন ছোট ছিল তখন তাদের সাথে হাসি খেলায় অবসর সময় পাড় হতো, বড় হবার পর তাদের বিস্তর জগতে মায়ের ততটা ঠাঁই মিলল না।

বিয়ের পরও যখন বাইরে আনন্দ-জগতে ছিল স্বামীর অবাধ বিচরণ, তখন মমতা চার দেয়ালের মধ্যে কল্পনার ছবি বুনতো। দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে থাকতো সমুদ্র, বন, খোলা মাঠ আরও কত কি। মমতা চোখ বন্ধ করে সে সব ভেবে মনে-মনে শান্তি খুঁজে নিতো। ঘরের কালিঝুলি পরিষ্কার করার সাথে সাথে মনের বিষাদটুকুও ঝেড়ে ফেলতো আলতোভাবে। বিমলের কাছে মমতার ঘরের বাইরে যাওয়াটা বেমানান মনে হতো। তবে সংসারের ব্যয় নির্ধারণে স্ত্রীর চাকুরী করাটা তেমন অন্যায় বলে মনে করতো না সে। বিমলের এই হীনমন্যতার কারণই মমতা খুঁজে পায়নি বরং সবকিছু মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতাই তাকে সংসারে টিকিয়ে রেখেছে। অথচ বিয়ের আগেও গান-বাজনা, সাহিত্যের প্রতি ছিলো তার ভীষণ ঝোঁক। নাচে-গানে পাড়া মাতিয়ে রাখা মেয়েটি আস্তে-আস্তে বদলে ফেললো জীবনের চাল-চলন।

মদ ও বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মজে থেকে ঘরে না ফেরা মানুষটি এক সময় বয়স ও অসুস্থতার কারণে ঘরমুখো হয়ে মমতা ও ক্লান্তিভরা হাসিমুখেই সুখ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ততদিনে সংসারের প্রতি বাবার উদাসীনতা সন্তানদের সরিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূরের দেশে। সন্তানেরা যতবার ফোনে কথা বলেছে, ওরা ফোনের ঐ প্রান্ত থেকে কেবল মায়ের উচ্ছ্বল হাসিভরা মুখটিই অনুভব করেছে, এর আড়ালে যে কত বড় যন্ত্রণার ভার বুকে ভর করে আছে তা বুঝতে পারেনা, মমতাও বুঝতে দেয় না। মায়ের গোপন ব্যথা আর নীরবতা তাদের পথকে আগলে দাঁড়ায়নি বরং সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা ভেবে মমতা স্বানন্দে তাদের বিদেশবাসকে স্বাগত জানিয়েছে।

এই যে এখনও স্বামীকে সেবা-যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছে এর বিপরীতেও রয়েছে নীরব দীর্ঘশ্বাস, যা কেবল সেই শুনতে পায়। ঐ যে হাসপাতালের পাশ দিয়ে ভারি মালামাল-বোঝাই করা ট্রাকটি ছুটে চলছে ওর ভারি দেহের তীব্র যন্ত্রণাটা যান্ত্রিক তাই কেউ অনুভব করতে পারে না। মমতার জীবন জুড়ে সেই যান্ত্রিকতার ছাপ বেশ স্পষ্ট। চোখে এখন আর ভালো দেখতে পায় না, তাই আগের মত বই কিংবা পত্রিকাও পড়তে পারে না। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন অবসরের একমাত্র সঙ্গীই ছিল বই আর প্রতিদিনের খবরের কাগজ। বইয়ের ভাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে রাখা কষ্টগুলো প্রতিদিন সে গোপনে ছুঁয়ে থাকতো আর নিজেই তৈরি করতো অজস্র কবিতা ও গল্প। যে গল্পের কথা, সেই কবিতার অনুভব কেবলই সেই পড়তো আর শিহরিত হতো।

বিমলের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে মমতার। ছেলে-মেয়েদের কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। স্বামীর বিছানার কাছে এগিয়ে আসে মমতা, কপালে হাত রাখে। অসুস্থ স্বামীর দিকে তাকানো যায় না। পুরো শরীর ফুলে গেছে, চিনতে পারা যায় না।

-তুমি চিন্তা করো না। দেখো, আমি ঠিক সুস্থ হয়ে যাবো, কাল সকালেই আমরা ঘরে ফিরে যাবো।

-আচ্ছা। বলে মমতা বিমলের মাথায় আবারও হাত বুলিয়ে দেয়।

প্রতিদিন স্বামীর ঐ এক কথা, মমতারও এই জবাব।

মমতা আশায় থাকে কবে সেই সকাল আসবে, যেদিন স্বামী তার হাত ধরে নিজের ঘরে নিজের বিছানায় ফিরবে। গতকালই ডাক্তার রোগিকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে বলেছে। মমতার বুঝতে বাকী থাকে না। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে স্বামীর পাশে। সকাল হবার সাথে-সাথে হাসপাতালে রোগি ও ভিজিটরদের আসা-যাওয়া বাড়তে থাকে।

মমতা স্বামীর একটি হাত ধরে। হঠাৎই মনে-মনে উচ্চারিত হতে থাকে মমতাভরা সেই পবিত্র মন্ত্র "সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আজীবন আমি তোমাকে রক্ষা করবো, তোমার পাশে থাকবো ও তোমাকে ভালোবাসবো॥"

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

যে বলে আজ তুমি নাই,
তুমি আছ মন বলে তাই—
প্রার্থনা করি, হে বন্ধু, তাকে নিও
তোমার পাশে স্থান।

প্রয়াত : সন্ধ্যা মনিকা পালমা
জন্ম : ২৪ জুন' ১৯৩৪ খ্রীঃ
মৃত্যু : ১১ মার্চ' ২০১৮ খ্রীঃ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

মা,
দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চির বিদায়ের দুইটি বছর। সময় ও নদীর স্রোত যেমন কোন দিন আপন ঠিকানায় ফিরে আসেনা, ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না জানি। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে স্বর্গধামে পরম পিতার কাছে। আমরা সর্বদা তোমার উপস্থিতি আমাদের মাঝে অনুভব করি। তুমি ছিলে বিনয়ী, নম্র, দয়ালু এবং প্রার্থনাশীল মানুষ। তোমার স্মৃতি, তোমার আদর্শকে সামনে রেখে আমরাও যেন সব সময় চলতে পারি এমন আশীর্বাদ তুমি আমাদের দান কর। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার আত্মার চিরশান্তি দান করেন এবং তোমাকে তাঁর কাছে স্থান দান করেন।

পরিবারের পক্ষে-
স্বামী : আব্রাহাম কস্তা

ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি

বিভুদান বৈরাগী

সার-সংক্ষেপ

আমরা ঠিল ছুড়ে মারি, পাথর ছুড়ে মারি, কাগজের ঠোঙ্গা ছুড়ে মারি, তিক্ত কথা ছুড়ে মারি, চাকু ছুড়ে মারি, গুলি ছুড়ে মারি, বোমা ছুড়ে মারি, ককটেল/গ্রেনেট ছুড়ে মারি। মানুষ খুন করে বস্তায় পুরে নদীতে ফেলি, নারী ও শিশু ধর্ষণের পর হত্যা করে নদী, ড্রেনে ফেলি। মদ/পানির বোতল ছুড়ে ফেলি, ময়লা-আবর্জনা ভর্তি পলিথিন ছুড়ে ফেলি, আসবাবপত্র ছুড়ে ফেলি, সংবাদপত্র ছুড়ে ফেলি, মোবাইল ফোন ছুড়ে ফেলি, টেবিল-চেয়ার ছুড়ে মারি, মাইক্রোফোন ছুড়ে মারি। শুধু জিনিসপত্রই না এমন কি নিজের স্ত্রীকে ছুড়ে ফেলি-পরকিয়া প্রেম করে স্ত্রীকে ত্যাগ করি, ছোট শিশুদের ছুড়ে ফেলি-অর্থাৎ অরফান হোস্টেলে দিয়ে আসি, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ছুড়ে ফেলি-বৃদ্ধ হোমে দিয়ে আসি, ন্যায়-নীতি ছুড়ে ফেলি, পবিত্র ধর্মীয় বাণী ছুড়ে ফেলি-ধর্মীয় অনুশাসন/আদর্শ অগ্রাহ্য করি, আইনের বিধি-বিধান/শাসন অগ্রাহ্য করি। বিবেক, নৈতিক মূল্যবোধ আমলে আনতে চাই না। সর্বদাই ছুড়ে ফেলা ও অগ্রাহ্য করার প্রবণতা/সংস্কৃতি চলছে চারিদিকে। প্রতিবাদ/প্রতিরোধ করার সাহস কেউ দেখায় না। অন্যায় ও অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না। দেখছি সবার মধ্যে নীরবে সয়ে যাওয়ার নীতি/সংস্কৃতি। সহ্য করার ক্ষমতা অবাক করার মত! ছুড়ে ফেলা/ছুড়ে মারার সংস্কৃতির মধ্যে লুকায়ে আছে ক্রোধ, সহিংসতা ও ধ্বংস বা ক্ষতি করার বীজ মন্ত্র। এসব আচরণ মানুষের পশুত্ব স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ; স্নেহ, মায়া-মমতা, বিনম্রতা, শ্রদ্ধা-সম্মান, ধর্মীয় অনুশাসন ও আইনের বিধি-বিধান ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব। পশুত্বকে যত কমাতে পারব তত মনুষ্যত্বের পাল্লা ভারী হতে থাকবে।

কিছু ঘটনাপ্রবাহঃ

স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে শুনতে চায় না, মানতে চায় না, এ যেন মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে নারায়নগঞ্জে দুর্বৃত্তরা ৭জন ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের বস্তায় ভরে শীতলক্ষ্যা নদীতে ছুড়ে ফেলে যার বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়ার পথে। ছুড়ে ফেলার সে কি আনন্দ দুর্বৃত্তদের! ভেবেছিল কেউ তাদের দেখেনি, ভেবেছিল লাশ পচে গলে মাছের খাদ্য হয়ে যাবে। কিন্তু লাশতো ভেসে উঠল-আর তখনই আইনের চোখ পড়ল। এর সাথে আইন প্রয়োগকারী উচ্চশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত র‍্যাবের অসাধু কয়েকজন সদস্য জড়িত। একটু ভেবে দেখুন। সাত পরিবারের সাত মা অকালে হয়েছে বিধবা, সন্তানেরা হয়েছে পিতৃহারা। পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তিরা নিহত হওয়ায় সেই সাত পরিবার আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক কষ্টে দিন-যাপন করছে। আপনজন হারানোর একরাশ কষ্ট বুকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা দিন-যাপন করছে।

বোমা, ককটেল ছুড়ে মারার ঘটনা নতুন নয়। কয়েক বছর পূর্বে যশোরে উদীচির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রমনার বটমূলে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে জঙ্গিরা বোমা ছুড়ে কয়েকজনকে হত্যা ও অনেকজনকে আহত করেছিল। ১৭ আগস্ট, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে একযোগে দেশের ৬৩টি জেলায় বোমা ছুড়ে দেশকে অচল করতে চেয়েছিল, জঙ্গিদের সে আশা পূরণ হয়নি। এতদিনে শেষ হয়নি বিচারকার্য। ২১ আগস্ট ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জঙ্গিরা বিরোধীদলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এই ঘটনায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভী রহমানসহ ২৪জন নেতা-নেত্রী নিহত ও ৪০০জন আহত হন। আইভী রহমান ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের প্রিয়তমা স্ত্রী এবং রাজনৈতিক সতীর্থ। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে যান, যার বিচারকার্য সম্পন্ন হলে মামলার ১৮জন আসামী পলাতক রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯জনকে 'ডাবল' মৃত্যুদণ্ড দেয় ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১। একই অপরাধে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান, হারিছ চৌধুরীসহ ১৯জনকে 'ডবল' যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়। *(সূত্র: দৈনিক আমাদের সময়, ২১.৮.২০১৯)*।

১৮ বছর পূর্বে (৩ জুন ২০০১ খ্রিস্টাব্দ) গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলাধীন বানিয়ারচর গ্রামে কাথলিক চার্চে উপাসনা চলাকালে জঙ্গিদের রেখে যাওয়া বোমা বিষ্ফোরিত হয়ে ১০টি তরুণ প্রাণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। সে বিচার আজও হয়নি। সন্তানহারা ১০ পরিবারের পিতা-মাতাগণ দোষীদের বিচার দেখে যাওয়ার আশায় দিন গুণছেন। সেই পিতা-মাতাদের সন্তান হারানোর কষ্ট অবর্ণনীয়, আজও তাদের নিশিথে বালিশ ভেজে চোখেরই জলে। হৃদয়ে তাদের ক্ষত সৃষ্টি করছে করুণ ব্যথা। সন্তান হারানোর বেদনা ভুলতে পারে না। সেই পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব, অসহায়। শোকে, দুঃখে কষ্টে পিতা-মাতাগণ মৃত্যুর প্রহর গুণছে। ইতিমধ্যে দুই পরিবারের দুই পিতা মৃত্যুবরণও করেছেন। দুর্ভাগ্য তাদের পুত্রদের হত্যাকারীদের বিচার দেখে যেতে পারেনি। এমনিভাবে কয়েক মাস আগে নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্ট চার্চ এলাকায় মসজিদে বোমা হামলায় ১৫০জন লোকের প্রাণ উড়ে যায়। সন্ত্রাসীকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। ২১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরুত্থানের প্রার্থনা অনুষ্ঠান চলাকালে শ্রীলংকায় ৩টি গির্জায়, ৩টি হোটেলে এবং ২টি ভিন্ন স্থানসহ মোট ৮টি স্থানে জঙ্গিরা বোমা হামলা চালিয়ে ৩৬০জন লোকের প্রাণ কেড়ে নেয় এবং বহু লোক আহত হয়। যানবাহনে বা রাস্তা-ঘাটে সন্ত্রাসীরা বা ছিনতাইকারীরা চাকু বা ছুরি মেরে যাত্রী ও পথচারীদের টাকা-পয়সা ও মোবাইল কেড়ে নেয়, কখনও ছুরির আঘাতে মারাত্মক আহত হয় বা মৃত্যুবরণও করেন। মুক্তচিন্তা ও মুক্তমনের কয়েকজন লেখকদের দুর্বৃত্তরা চাকু মেরে খুন করেছে। দেখছি সবাই যেন ছুড়ে মারা/ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতিতে পারদর্শী!

আমরা বাদাম খেয়ে খোসাভর্তি ঠোংগা রাস্তায় ছুড়ে ফেলি, কলা খেয়ে খোসা রাস্তায় ছুড়ে ফেলি, ডাব খেয়ে ডাবের খোসা রাস্তায় ছুড়ে ফেলি, চকলেট বা লজেন্স খেয়ে খোসা রাস্তায় ছুড়ে মারি। পলিথিনে আবর্জনা ভর্তি করে রাস্তায় বা ড্রেনের মধ্যে ছুড়ে ফেলি। ড্রেনে ফেললে ড্রেনের পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, দুর্গন্ধ ছড়ায়। পানি ও কোমল পানীয় (কোল্ড ড্রিংকস্) পান করে বোতল রাস্তায় বা যেখানে সেখানে ছুড়ে ফেলি। ছোট-ছোট ছেলেরা এই খালি বোতল নিয়ে বলের বিকল্প হিসেবে খেলতে থাকে, যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, কখনও টোকাইরা খালি বোতল কুড়িয়ে নেয়। যাহোক, অন্তত রাস্তা পরিষ্কার হয়। ধুমপান করে বিড়ি বা সিগারেটের শেষ অংশটুকু জলন্ত অবস্থায় রাস্তায়/পথে-ঘাটে, যেখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলি। একবারও ভাবি না কলার খোসায় পা পড়লে পা পিছলে কেউ না কেউ পড়ে যেতে পারে, আহত হতে পারে, পথচারীরা বিব্রতবোধ করতে পারে। বিড়ি/সিগারেটের জলন্ত অংশটুকু কোথায় গিয়ে পড়ল, একটুও চিন্তা করি না, একটু

ভেবে দেখি না। খড়-কুটা কিংবা কোন দাহ্য পদার্থের উপর পড়লে আগুন লাগতে পারে, ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা। আইন আছে জনসমাবেশে, যানবাহনে, লোকজনের মধ্যে, হাঁটে-বাজারে ধুমপান করা যাবে না, করলে ৫০টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আজকাল সিগারেটের প্যাকেটের উপরে সুন্দর করে লেখা হয় ''ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মৃত্যু ঘটায়''-এই সতর্কীকরণ বার্তা কয়জনে মানছে? কেউ আইন মানছে না, আইন আছে-প্রয়োগ নেই। এখানে আমাদের বিবেক, নৈতিক মূল্যবোধ উপেক্ষিত, বিধি-বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা। ''পরিস্কার-পরিচ্ছনতা ঈমানের অঙ্গ''-এ নীতিবোধ আমলে আনতে চাইনা, অগ্রাহ্য করার মানসিকতা।

কোন নারী, কিশোরী এমনকি ছোট মেয়ে শিশুকে যৌন নির্যাতন কিংবা ধর্ষণ করে চলন্ত বাস থেকে, বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে, কখনও পাট ক্ষেতে, কখনও বনে-জঙ্গলে, পুকুরে কিংবা নদীতে ছুড়ে ফেলে। সম্প্রতি দেশে বাড়ছে পাশবিকতা, নির্মম নৃশংস খুনের শিকার হচ্ছে মানুষ। গত ৫ বছরে (২০১৪-১৮) সময়কালে ৫২৭৪ নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষিত ৩৯৮০, গণধর্ষণ ৯৪৫, মৃত্যু হয়েছে ৩৪৯জনের। গত ৬ মাসে (জানুয়ারী-জুন ২০১৯) ২০৮৩ নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতিত হয়েছে, ৭৩১ জন নারী শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান এ তথ্য দিচ্ছে। *(দৈনিক আমাদের সময়, ১২ জুলাই, ২০১৯)*।

গত ২৬ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে রিফাত শরিফকে বরগুণা জেলা শহরের কলেজ রোডে প্রকাশ্য দিবালোকে নয়ন বণ্ড রামদা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে গেল, তার স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি বাঁধা দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। হামলার ঘটনা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। মানুষ চেয়ে চেয়ে দেখছে। তাকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসেনি। সব যেন নীরবে সয়ে যাওয়ার নীতি, নেই প্রতিবাদ/প্রতিরোধ করার সাহস। সবই যেন নীরবে সয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

১৭ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার পাট্টাশরিফ গ্রামের দুলা মিয়া নামে এক ব্যক্তি মাত্র ৩ শতাংশ জমির জন্য খুন হন। বিজিবি সদস্য সাদেক মিয়ার ভাতিজার ঐ ৩শতাংশ জমির ওপর ছিল দীর্ঘদিনের লোভ। কথায় বলে, ''লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু''। হলোও তাই। সাদেক মিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি মাইক্রোবাসযোগে কিলারদের তার গ্রামে পাঠান। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে কিলাররা দুলামিয়াকে মাইক্রোবাসে তুলে ঢাকায় নিয়ে আসে। ঢাকায় হাজারীবাগে সিকদার মেডিকেলের পেছনে নিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে হত্যার পর লাশ বস্তায় ভরে বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়। পরদিন নদীতে লাশ পড়ে আছে খবর পেয়ে হাজারীবাগ থানার পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। ভাগ্যিস ঐ গ্রামের এক কিশোর নতুন মাইক্রোবাস দেখে গাড়ীটির ছবি তুলে রেখেছিল। তারই সূত্র ধরে পুলিশ আসামীদের সনাক্ত করে। মানুষ খুন করে বস্তায় পুরে নদীতে ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি, কি সুন্দর বিকৃত মন-মানসিকতা! হৃদয়ে নেই কোন পাপ-অন্যায়বোধ। *(সূত্র: ''একটি ছবি খুলে দিল রহস্যের জোট'' দৈনিক আমাদের সময় -১৮ জুলাই,২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)*

মাদারীপুর সদর উপজেলার পূর্ব খাগদী এলাকায় ১৩ জুলাই ২০১৯ দশম শ্রেণির মাদ্রাসাছাত্রী দীপ্তি আক্তারের মুখ পোড়ানো লাশ উদ্ধার করা হয়। হত্যার রহস্য উদঘাটন করে র‍্যাব। ১১ জুলাই বিকালে সে বোনের বাসা থেকে চাচার বাসায় বেড়ানোর উদ্দেশে বের হয়। ইজিবাইক চালক তাকে একা পেয়ে মুখ চেপে ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণের পরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। হত্যার পরে লাশ একটি পরিত্যক্ত পুকুরে ফেলে দেয়। ধর্ষক সাজ্জাদ হোসেন খান (৪০)। এই নরপশু এর আগে ৭ বছরের একটি শিশুকে গলাটিপে হত্যা করার দায়ে ১৮ বছর জেল খেটেছে। ''শিশু হত্যায় ১৮ বছর জেল খেটে এসে কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা''-এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। *(দৈনিক আমাদের সময় : ২১ জুলাই ২০১৯)*। এখানেও দেখি ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি।

পিরোজপুরে এক শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্র হাতের লেখার খাতা জমা না দেওয়ায় কলম দিয়ে চোখে আঘাত করে। এমন অভিযোগ ওঠেছে পিরোজপুরের নাজিরপুরের কলারদোয়ানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলাম খোকনের বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘটে ২ জুলাই ২০১৯ বেলা ১১টায়। ছাত্রের নাম মো: আল-মামুন। হাতের লেখা খাতা না দিলে ছাত্রকে টেবিলের কাছে ডেকে নিয়ে চড়-থাপ্পর মারার এক পর্যায়ে শিক্ষক খোকন বাম চোখে কলম দিয়ে খোচা মারেন। ছেলের চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ছাত্রের মা বাদী হয়ে ছেলের চোখ নষ্ট হওয়ার বিচার চেয়ে পিরোজপুরের সিনিয়ার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেছেন। *''শিক্ষকের কলমের আঘাতে চোখ গেল ছাত্রের''-এই শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়- দৈনিক আমাদের সময়: ২০ জুলাই ২০১৯)*। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র, সে তো অবুঝ শিশু। এ কেমন শিক্ষক! সরকারী বিধি-বিধান/নির্দেশনাকে তোয়াক্কা করে না। যেখানে সরকারি নির্দেশনা রয়েছে শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করা যাবে না।

পরকিয়া প্রেম করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য আরেকজনকে বিয়ে করছে। এ'রকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। এ ঘটনা নতুন নয়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে ফেসবুক, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজেই একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। পরকিয়া প্রেমের টানে কত সংসার ভাঙছে! সব ঘটনাই খবরের পাতায় হয়তো আসে না। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, সামাজিক রীতি-নীতি উপেক্ষা করছে। নিজের মান সম্মানের কথা, পিতা-মাতার সম্মানের বিষয়টি চিন্তা করে না। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভাবেনা। বর্তমান স্ত্রীর ভালবাসাকে উপেক্ষা করে পর নারীতে আসক্তি যেন কামনা-লালসারই জয়। এদের লাজ-লজ্জা বলতে কিছু নেই।

দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ২৪৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার কয়লা চুরি হয়। দেয়া হয়েছে ৭ এমডিসহ ২৩জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট। এদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-পরিচালক, সাবেক মহাব্যবস্থাপক ও অনেকজন প্রকৌশলী রয়েছেন। সকলেইতো উচ্চ শিক্ষিত মেধা সম্পন্ন মানুষ। কোথায় গেল সরকারী নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন। নৈতিক মূল্যবোধ এখানে উপেক্ষিত। ছুড়ে ফেলেছে প্রকল্পের নীতিমালা। বিসর্জন দিয়েছে নিয়ম-নীতির বালাই। টাকার লোভ, টাকার লিপ্সা দুর্নীতিবাজদের অন্ধ করে দিয়েছে। লোভের নিকট নিয়ম-নীতি যেন হার মানে, টাকার লোভের কাছে নৈতিক মূল্যবোধ, বিধি-বিধান তুচ্ছ। সকলেইতো অনেক টাকা মাইনে পান। হিমালয় পর্বত সমান উঁচু কারী-কারী টাকা দিলে এদের টাকার ক্ষুধা মেটে না। ''কোথায় গেল এত কয়লা''-এই শিরোনামে আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় *(২০ জুলাই, ২০১৯ এবং ২২ জুলাই, ২০১৯)*। ক্ষিধের যন্ত্রণায় অভাবের তাড়নায় সিঁদ কেটে চুরি করে চোর। আর সমাজের ভদ্র উচ্চশিক্ষিত দায়িত্ববান ব্যক্তিরা ফাইল কেটে, ভুয়া বিল ভাউচার বানিয়ে, মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করে টাকা আত্মসাৎ করে। ছোট চোরেরা পেটের ক্ষুধা মেটাতে বা বেঁচে থাকার জন্য চুরি করে। আর এরা চুরি করে বাড়ি, গাড়ী, বানানোর জন্য, ব্যাংকের নামে বেনামে টাকা গচ্ছিত করা এবং বিদেশে অর্থ পাচার করার জন্য। তাহলে এদের কত বড় চোর বলা যাবে! এসব বড় চোরদের আর কত টাকা হলে পেট ভরবে?

অনেক পরিবারে পিতা-মাতাগণ সন্তানদের হোস্টেলে বা এতিমখানায়/অনাথ আশ্রমে রেখে আসে। মনে হয় যেন সন্তানদের প্রতি তাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তবে যেসব

সন্তানদের দেক-ভাল করার কেউ থাকেনা, সত্যিকার অর্থে এতিম, তাদের কথা আলাদা। সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা, খাওয়া পরার দায়িত্ব এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। হোস্টেলে বা এতিমখানায় রেখে আসলে সন্তানরা পায় না পিতা-মাতার স্নেহ, ভালবাসা-মায়ের আঁচলে মুখ লুকানো আদর। ছোট-ছোট সন্তানরা পিতা-মাতার স্নেহমাখা আদর যত্ন থেকে হয় বঞ্চিত। ছোট বয়সে সন্তানেরা পিতা-মাতার মায়া-মমতা, স্নেহ, ভালবাসার ছায়ার নীচে থাকতে চায়, এটাই স্বাভাবিক। সন্তানেরা হোস্টেলে বা এতিমখানায় থাকলে স্নেহ-ভালবাসার অভাব অনুভব করে, সন্তানেরা নিজেদের অসহায় বা অনাথবোধ করে।

আবার অনেক সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বোঝা মনে করে, ঝামেলা মনে করে, বাবা-মায়ের জন্য জায়গা হয় না। নচিকেতার সেই কালজয়ী গানের মত 'কুকুর আর সোফা সেটের জায়গা হয়, মা-বাবার জন্য হয় না।' উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত ছেলে নিরক্ষর পিতা-মাতাকে বন্ধু-বান্ধব আসলে পরিচয় করিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করে। ঝামেলা এড়াতে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। পিতা-মাতাগণ স্নেহ-ভালবাসা, আদর-যত্ন দিয়ে সন্তানদের আগলে রাখেন, বড় করে তোলেন, লেখা-পড়া শেখান, কত ত্যাগস্বীকার করেন। সেই সন্তানেরা যদি বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকে অবহেলা বা অযত্ন করে সে কষ্ট কারো সাথে শেয়ার বা বলতে পারেন না। বুকের ভেতর পাথর চাপা কষ্ট নীরবে সয়ে থাকেন। প্রবীণ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসে পুত্র-পুত্রবধূরা যেন দায়মুক্ত হয়। এখানে দেখি ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি, দায়মুক্তির প্রবণতা। পিতা-মাতার স্নেহ, আদর যত্ন, ভালবাসার কথা, তাদের ত্যাগস্বীকারের কথা কিছুই মনে রাখে না, কত অকৃতজ্ঞ সেই সন্তানেরা। ধিক্ তাদের!

আমরা মুখ দিয়ে তিক্তকথা বা কটুকথা ছুড়ে মারি, হৃদয়ে বা মনে আঘাত বা কষ্ট পাই এমন রূঢ় কথা বলে ফেলি। সামান্য স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলেই ক্রোধ ও আবেগ প্রশমিত করতে না পেরে রাগা-রাগি, কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ি। কথা কাটা-কাটি থেকে লাঠা-লাঠি, মারা-মারি শেষে খুন-খারাপি হতে পারে। কথা বলার পূর্বে চিন্তা করা উচিত। তিক্ত কথায় সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে, মিষ্ট কথা বা হাসি মুখে কথা বললে সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। ইসলাম ধর্মে বলে, "জিহ্বা ও হাত সংযত রাখতে পারলে অনেক অশান্তি দূর হতে পারে বা দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ কম ঘটবে"।

সম্প্রতি অবৈধ ও অনৈতিক ক্যাসিনো ব্যবসার সাথে জড়িতরা খুব সহজে রাতারাতি বিত্তবৈভব ও কোটি-কোটি টাকা ও সম্পদের মালিক হয়েছেন, বিদেশে অর্থ পাচার করছেন। এরা চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজি, জোরপূর্বক জমি ও রাস্তা দখল, জুয়াখেলা, চোরাচালান, মাদক ও দুর্নীতি অপকর্মের সাথে জড়িত। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ক্যাসিনো ব্যবসা বিরোধী অভিযান পরিচালনায় দৈনিক পত্র-পত্রিকায় যাদের নাম এসেছে তারা হলেন জি কে শামীম, ইসমাইল হোসেন সম্রাট, সেলিম প্রধান, খালেদ ভূঁইয়া পরিবার, আরমান, মিজান হাবিব। এরা সমাজের উপরতলার মানুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, উচ্চ ও একাধিক দায়িত্বশীল পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। এদের নেই দেশের প্রতি ভালবাসা, আনুগত্য। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি এদের কাছে উপেক্ষিত। এদের যেন একটাই নীতি, "ধর কাট-মার খাও-যে যেভাবে পার টাকা কামাও"। এরা দেশের ভাবমূর্তি, সরকারের ভাবমূর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করছেন-সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর একটি সুন্দর কথা বলেছেন, "দুর্নীতি করবেন আর হালাল মাংস খোঁজেন? দুর্নীতির উইপোকার বিনাশ ঘটাতে হবে"। এই দুর্নীতিবাজরা উইপোকার মত উন্নয়নকে ধ্বংস করে দেয়। ক্যাসিনো ব্যবসায়ীরা কোটি-কোটি টাকা ও স্বর্ণ ব্যাংকের ভোল্টের মত ভোল্ট বানিয়ে থরে-থরে সুন্দরভাবে নিরাপদে সাজিয়ে রেখেছে পরম যত্নে। ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান পরিচালনার সুবাদে কোটি-কোটি টাকা ও চকচকে খাঁটি স্বর্ণ, দামী বিদেশী মদ চোখে দেখতে পেলাম। আমরা সাধারণ মানুষ, আমজনতা জীবনে কখনও এত কারী-কারী টাকা চর্ম চোখে দেখিনি। এই কোটি-কোটি টাকা উন্নয়নের কোন কাজে লাগেনি, ব্যাংকে তারল্য সংকট, আর দুর্বৃত্তদের ঘরে টাকার পাহাড়, অর্থনীতির ভাষায় কালো টাকা। অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা ব্যাংকে রাখতে ভয় পায়, এত টাকা কোথায় পেল, আয়ের উৎস কি-ব্যাংক জানতে চাইবে, তাই ভয়ে ঘরে রেখেছে। একটু সুযোগ পেলেই বিদেশে পাচার করত। বেরসিক র‍্যাব ভাইয়েরা শয়তানদের ধরে ফেলল। কথায় বলে, "চোরের মন পুলিশ পুলিশ"। কবিতার ছন্দে বলতে হয়, "অবৈধভাবে গড়ছ তোমরা টাকার পাহাড়, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কারাগার"। ইংরেজীতে সুন্দর একটি কথা আছে, "Crime never goes unpunished". একদিনে এত টাকার পাহাড় গড়তে পারেনি, এই দুর্বৃত্তচক্র আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে, নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। কথায় আরো বলে, "চোরের সাতদিন গৃহস্থের একদিন"। এসব প্রবাদ বাক্য ধ্রুব সত্য। তাই এদের ধরা পড়তেই হলো। এক্ষেত্রে র‍্যাবের সাহসী ভূমিকা প্রসংশনীয়। দুর্বৃত্তরা যতটাই শক্তিশালী ততটাই ভীতু ও দুর্বল, মনের ভেতর ভয়, কখন যেন ধরা পড়ি। এরা পাবেনা মানুষের ভালবাসা, না পাবে আইনের প্রশ্রয়, সমাজ তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করবে।

উপসংহার

কাপড় ধোয়া রীন পাউডারের একটা এডভারটাইজ দেখি " আদর্শ আর কাপড়ে দাগ লাগতে দেই না"। এখানে একটি সুন্দর শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ন্যায়-নীতি ও মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর একটি এডভারটাইজ দেখি তাজা চায়ের ক্ষেত্রে "তাজা মনে সতেজ প্রতিবাদ"। ছাত্রজীবনে অর্থনীতিতে একটা কথা পড়েছি, দরিদ্র/অভাবী কে? যার চাহিদার শেষ নেই, শুধু চাই, আরো চাই। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের উপায় হলো দু'টো- বৈধ উপায় আর অবৈধ উপায়। অবৈধ উপায়কে আইন, সমাজ ও ধর্মীয় বিধি-বিধান স্বীকৃতি দেয় না। বৈধ উপায়ে অর্থ অর্জন ন্যায় ও বিধিসম্মত, সমাজ ও আইন সিদ্ধ। কিন্তু অর্থ লিপ্সা, মানুষকে অন্ধকার জগতে নিয়ে যায়। অর্থই অনর্থের মূল, অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করলে আত্ম-সম্মানবোধ থাকে না, মনে প্রকৃত শান্তি থাকে না।

কোন অন্যায়, অপকর্ম ও সমাজ বিরোধী কাজ দেখলে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা না হলে দুর্বৃত্তরা বেপরোয়া হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। কথায় বলে, "সমাজ ধ্বংস হয় সচেতন ও সুশীল সমাজের নির্লিপ্ততার কারণে"। অন্যায় দেখে নীরব থাকলে চলবে না। যেমন বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার হত্যার প্রতিবাদে সব ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ ও আন্দোলন করছে। তেমনি জঙ্গি, সন্ত্রাস, মাদক ও দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সোচ্চার হতে হবে। তাদের সম্পর্কে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করতে হবে।

ছুড়ে মারা বা ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে শাণিত/জাগ্রত করতে হবে। সামাজিক রীতি-নীতি, ন্যায়-নীতিকে ধারণ, লালন ও অনুশীলন করতে হবে। ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আইনের শাসনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করা প্রয়োজন। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে নিয়োগ বা দায়িত্ব দিলে কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতা মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। সর্বোপরি নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হবে। অন্যায় কাজ করলে বিবেকের তাড়নায় জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে॥

স্বামীর অনুপ্রেরণা

হিমেল রোজারিও

সাবিনা শিপ্রা দাস। পড়াশোনা করেছেন মানবিক বিভাগে। গ্রেজুয়েশনও জেনারেল লাইনেই সম্পন্ন করেন। শুধু স্বামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কারণেই শিপ্রা বর্তমানে 'হাইকোর্টের লিগাল এইড প্যানেল লয়ার' নারী আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ পান। স্কুলের গণ্ডি না পেরুতেই মনের মানুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন পারিবারিকভাবে। শ্বশুরবাড়ির অনেক আপত্তি ছিল প্রথমে কম শিক্ষিত থাকার কারণে। কিন্তু নিজ চেষ্টা ও স্বামীর সাহায্যের কারণে দুই ছেলে এবং একটি মেয়েকে লেখাপড়াও করিয়েছেন। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিজেও।

সাবিনার জন্ম হয় ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসাপাতালে। তখন তার বাবা কাজ করতেন ব্রিটিশ হাই কমিশনে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন তেজগাঁয়ের বটমলী হোমস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালেই ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড দাসের সাথে শুভ পরিণয় ঘটে। বিয়ের পরে এসএসসি পাশ করেন। এরপর ইন্টারমিডিয়েট ও বিএ পড়াশোনা সম্পন্ন করেন তেজগাঁও মহিলা কলেজ থেকে। এরপর তার স্বামী ডেভিড তাকে বললেন, 'তুমি চাইলে 'ল' নিয়ে পড়াশোনা করতে পারো।' আমি তোমাকে সাহায্য করবো।' এরপর ঢাকার আইডিয়াল ল' কলেজ থেকে এলএলবি সম্পন্ন করেন।

বাবা এবং স্বামী শিক্ষিত থাকার কারণে সেই সময়ে পড়াশোনার জন্য পরিবার থেকে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছেন। বাবা পিউস ওয়াল্টার গমেজ আঠারোগ্রামের দেওতলা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বাবা গান করতে পছন্দ করতেন। সেই সাথে গ্রামের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিনয় করেছেন। বাবাকে দেখে নিজেও অভিনয় করতে বেশ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে শিপ্রা একজন। সকাল আটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কোর্টে থাকার পরে বাসায় ফিরে এসে সংসারের কাজ-কর্ম সেরে কখনো পরবর্তী দিনের কোর্টের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় অনেক রাত অবধি।

আমাদের সমাজের একটি প্রচলিত ধারণা আছে উকিলেরা সত্যকে মিথ্যা বানায় এবং মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রমাণিত করে। এই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে শিপ্রা বলেন, 'আমার কাছে যখন আমার ক্লায়েন্ট আসে একটি মামলা নিয়ে তখন তার ভাষ্য অনুসারেই আমাকে মামলা সাজাতে এবং কোর্টে জজ সাহেবের সামনে সেভাবেই উপস্থাপন করতে হয়। উপস্থাপন করার পরে বিপক্ষের আইনজীবী এবং সাক্ষীর বয়ান থেকে কিছু অংশ জানা যায়। সব সময় আইনজীবীরা সরেজমিনে যেতে পারে না। সকল তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করে থাকি কোন মামলা গ্রহণ করার পূর্বে মামলার বিষয়টি যাচাই-বাছাই করার। এছাড়া আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং একজন আইনজীবী হিসেবে একটি মামলা গ্রহণ করার পরে সবারই চেষ্টা থাকে জয় লাভ করার।'

প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি লক্ষ্য থাকে। ছোটবেলায় সবাই কম-বেশি স্বপ্ন দেখে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কিন্তু শিপ্রার কোন স্বপ্ন ছিল না বড় হয়ে কোন কিছু হওয়ার। কিন্তু নিজ চেষ্টা, যোগ্যতায় এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর 'হাইকোর্টের লিগ্যাল এইডের প্যানেল লয়ার' হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম খ্রিস্টান নারী হিসেবে নিয়োগের চিঠি হাতে পান। এদিনের অনুভূতি জানতে চাইলে শিপ্রা বলেন, ''আমি কোনদিন চিন্তা করিনি এবং আশাও করিনি এই স্থানে আসতে পারবো। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং স্বামীর অনুপ্রেরণায় আমি এখানে উপনীত হয়েছি। আমার হাতে চিঠি প্রদানের পরে যখন বলা হলো যে-আপনি 'হাইকোর্টের লিগ্যাল এইডের প্যানেল লয়ার' হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম খ্রিস্টান নারী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন; সেই অনুভূতি বলে বোঝাবার নয়। আমি অনেক আনন্দিত হয়েছিলাম।'' অতীতে জজ কোর্টে খ্রিস্টান নারী সরকারি আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার।

তিনি বর্তমান নারী সমাজের উদ্দেশে বলেন, অতীতে নারীরা অনেক পিছিয়ে থাকলেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহায়তার কারণে নারীরা জাতীয় সংসদের স্পীকারও হয়েছেন। আইনগত দিক থেকে অনেক নারী বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হলেও ভয়ের কারণে অনেক নারী মামলা করেন না। নারীদের জন্য বিনা খরচে মামলার সুবিধা রয়েছে। যা অনেক সচেতন নারীরাও জানে না। একজন নারী অত্যাচারিত-নির্যাতিত, হয়রানির শিকার হলে তার যে সঠিক বিচার পাবার ন্যায্য অধিকার রয়েছে তা বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত নারীও জানে না। সরকার নারীদের উন্নয়নের জন্য অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় অনেক নারী তাদের সেই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন না। আবার অনেক সময় আমাদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। তবে বর্তমানে নারীরা অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো অগ্রসর হবে বলে আমি আশা করি।'

খ্রিস্টান সমাজের একজন নারী হিসেবে সমাজের কাছ থেকে শিপ্রা প্রত্যাশা করেন যে, খ্রিস্টান সামজের প্রত্যেকটি মেয়ে স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের যে অধিকার রয়েছে তা বুঝে নিবে এবং নারী-পুরুষের সমন্বয়ে প্রত্যেকে বিবাদমুক্ত পবিত্র পবিবার গড়ে তুলবে।

ইঞ্জিনিয়ার স্বামী এবং সন্তানদের নিয়ে ঢাকার কাফরুলে নিজ বাড়িতে ব্যস্ত সময় কাটান। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সন্তানদের শিক্ষিত করেছেন, সেই সাথে বাড়ি ও-গাড়ি করেছেন। বড় মেয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন এবং এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেছেন। আইনজীবি পেশায় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের আইনী পরামর্শ প্রদান করে থাকেন বিনামূল্যে। বর্তমানে নারী সংগঠন ওয়াইডব্লিওসিএ'র 'লিগ্যাল এডভাইজার' হিসেবে সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে নারীদের সচেতনতার জন্য বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে।

অবসরে গান শুনতে পছন্দ করেন শিপ্রা। যদিও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অন্তর্ভুক্ত এক সময়ের অভিনেত্রী কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এখন আর অভিনয় করা হয়ে ওঠে না। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পরেও জীবনে বাকিটা সময় পরিবারে সময় দেওয়ার পাশাপাশি শিপ্রা নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে চান।

শিপ্রা দাসের মতো বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করুক আরো হাজারো মেয়ে, যারা সংগ্রাম করে আইনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিবে হাজারো নারীর প্রাপ্ত অধিকার॥

বিজয়ী নারী

পদ্মা সরদার

নাছিমা তখন খুব ছোট। খুলনা বয়রা এলাকায় নিজের পৈতৃক ভিটে বাড়ি। বাবা সিটি কর্পোরেশন এ কাজ করতেন। ছয় বছর বয়সে তার বাবা মারা যান। সংসারে নেমে আসে এক অন্ধকারময় ঘুটঘুটে কালো রাত। ভাই-বোনের মধ্যে নাছিমা দ্বিতীয়। তার বড় বোন শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার পরের ছোট বোনের বয়স তখন চার বছর।

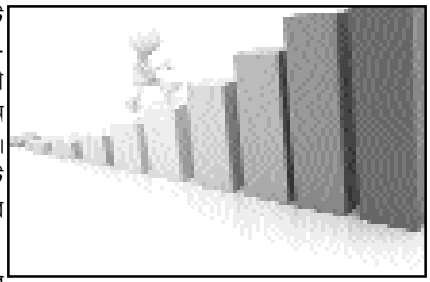

মা রাবেয়া স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর রেখে যাওয়া কিছু টাকা দিয়ে কোন মতে সংসার চালাতেন। নাছিমার বয়স যখন ১৫ বছর তখন তার মা তার বিয়ে দেন। এক বছর পরই তার কোল আলো করে মেয়ের জন্ম হয়। স্বামীর সংসারে নাছিমা বেশ শান্তিতে জীবন যাপন করতে লাগলেন। স্বামী রহমত শহরের একটা ওয়ার্কশপ এ কাজ করতেন। নাছিমা সংসার সামলাতেন। মাঝে-মাঝে মায়ের ও বোনদের জন্য কিছু টাকা পাঠাতেন।

নাছিমার মেয়ের বয়স যখন তিন বছর তখন তার স্বামী স্ট্রোক করে মারা যান। তার তিন মাস পর নাছিমার মা মারা যান। নাছিমার জীবনটা তখন একটি ভাসমান কাগজের নৌকার মতো হয়ে যায় বাতাস যেদিকে নিয়ে যায় সেই দিকে যায়।

স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে তার আর জায়গা হয় না। বাবার বাড়ি গিয়ে ভাই বোনদের সাথে থাকতে শুরু করে। নাছিমার চাচাতো ভাই ভালো চাকরি করে। মোটামুটি ভালো টাকা-পয়সার মালিক। নাছিমা তার বোন ও মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের আশ্রয়েই থাকতে শুরু করে।

বাড়ির সব কাজ তাকে করতে হতো। কথায় কথায় মার-ধর করতো। ভালোমতো খেতে দিতোনা। তার ভাইয়ের ধারণা ছিলো যদি পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ বসায় এরা তাই যেকোনভাবে সংসার থেকে এই অসহায় মানুষগুলোকে হটাতে চেষ্টা করে। নাছিমার ভাইয়ের একটা মেয়ে যাকে কিনা নাছিমাই কোলে পিঠে করে বড় করছে একদিন সেই মেয়ে তাকে বলল, তুমি বাইরে গেলে তোমার প্রতিবন্ধী বোনকে আমরা মেরে বস্তা ভরে রাখবো। তারপর তোমাকেও মেরে বস্তা ভরে নদীতে ফেলে দেবো।

এই কথা শুনে নাছিমা খুব কষ্ট পেলো। একদিন তার ভাই তার সাথে ঝগড়া করে তাকে দা নিয়ে কোপাতে আসে। ভাগ্য ভালো ছিলো বলে কোপটা পাশের দরজায় গিয়ে লাগে। নাছিমার ভাই তার বোন মেয়েদের নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বলে এবং মেরে ফেলার হুমকি দেয়। বোনদের বাঁচাতে নাছিমা ভাইয়ের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়।

তারপর সে একটা বাসা ভাড়া করে এবং কাজের সন্ধানে বাইরে বের হয়। একটা কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে থাকে এবং চাকুরীর টাকা দিয়ে ছোট বোন ও মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে। এভাবেই চলতে থাকে নাছিমার জীবন। সব কষ্ট পেছনে ফেলে কেমন নিজেকে ব্যস্ত করে রেখেছে। তবু কখনো পেছনের কথা ভাবতে গেলে চোখের জল যেন বাঁধা মানে না।

অনেক বছর পার হয়ে গেছে নাছিমা তার মেয়েকে বোনকে পড়ালেখা শেষ করিয়ে বিয়ে দিয়েছে। তারা বেশ সুখে শান্তিতে আছে। নাছিমারও সুখের কমতি নেই কোথাও। সে তার প্রতিবন্ধী বড় বোনকে নিয়ে ভালোই আছে। ফেলে আসা জীবনের জন্য তার আর আপসোস হয় না। সে জীবনযুদ্ধে একজন বিজয়ী সৈনিক।

এই জীবনে সে অনেক সুখি। তার জীবনের জন্য সর্বদা সে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানায় সে প্রমাণ করে দিয়েছে, কষ্ট না পেলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। সফলতার আর এক নাম ধৈর্য। একা নয় অনেককে নিয়ে বেঁচে থাকাই যেন প্রকৃত সুখ॥

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী-কথা

মাস্টার সুবল

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিবসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী ও নারী অধিকার নিয়ে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলোর মধ্যে থাকে বিভিন্ন কথা। সভা-সমিতিগুলো হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। প্রধান মূখ্য বিষয় থাকে নর-নারী সমঅধিকারী। এই সমঅধিকার নিয়ে চলে বহুকথা আর আলোচনা। এতো কিছুর পরও কেউ সঠিক সমাধানে উপনীত হতে সক্ষম হন না। এর একটা বিশেষ কারণ হতে পারে কেউ ভাবেন না, প্রভু পরমেশ্বরের নর-নারী সৃষ্টির রহস্যের কথা। আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে পবিত্র বাইবেল পাঠে প্রভু পরমেশ্বরের নর-নারী সৃষ্টি সম্বন্ধে যা জানি, যা বুঝি, তা আমার মত সাধারণ মানুষের সাথে সহভাগিতা করি।

প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধূলো নিয়ে নর আদমকে সৃষ্টি করে এদেন বাগানে রাখলেন। তিনি আদমকে আজ্ঞা দিলেন, বাগানের মাঝখানের মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবে না। যেদিন তার ফল খাবে, সেদিন তুমি মরবেই মরবে। প্রভু পরমেশ্বর দেখলেন, মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। তাই তিনি আদমের একটা পাঁজর তুলে নিয়ে নারী হবাকে সৃষ্টি করলেন এবং আদমের কাছে আনলেন। আর আদম বলল, এ-ই হলো আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। তারপর হল কি, সাপ আকারের শয়তানের কথার প্রলোভনে হবা প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল নিজে খেল আবার আদমকেও খাওয়ালো। আর এতে মহাপাপ করলো। এ কারণে প্রভু পরমেশ্বর আদম ও হবাকে এদেন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রভু পরমেশ্বর হবাকে বললেন, তুমি তীব্র প্রসব বেদনায় সন্তান প্রসব করবে, তোমার আকাঙ্ক্ষা হবে স্বামীর প্রতি, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব চালাবে। তাহলে দেখা যায়, বুঝা যায়, সৃষ্টির দিকে নর-নারী সমঅধিকারী কিন্তু সৃষ্টিকর্তা প্রভু পরমেশ্বরের অভিশাপের কথা অনুযায়ী নারী-নরের অধীন। আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে, পবিত্র বাইবেল অনুকরণে নর-নারী সম্বন্ধে কিছু লেখায় যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে

জাগো হে নন্দিনী

সিস্টার সুমনা ষ্টেল্লা ত্রিপুরা ওএসএল

যুগ যুগ ধরে সমাজে, পরিবারে তথা সর্বস্তরে উপেক্ষিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত এবং বৈষম্যের শিকার হয়েও যিনি অসীম সাহস ও ধৈর্যশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি হলেন নারী। নারী একজন মা, একজন কন্যা কিংবা একজন স্ত্রীরূপে সর্বদা পুরুষের পাশে থেকে তাদের সাফল্যের পিছনে প্রেরণা ও শক্তির উৎস হয়ে আসছে। এই কথাটি আমরা অনেকেই জানি–

এই পৃথিবীর যা কিছু কল্যাণকর,
অর্ধেক করিয়াছে নর, আর অর্ধেক
করিয়াছে নারী।

কোন কিছু গড়ার বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কখনো একার পক্ষে সম্ভব না। তাছাড়া একসাথে কাজ করার মাঝে থাকে আনন্দ আর শান্তি। পবিত্র বাইবেলেও আমরা দেখি ঈশ্বর মানুষকে একাই সৃষ্টি করেননি, করেছিলেন সম্মিলিতভাবে। "এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি," *(আদিপুস্তক ১:২৬ পদ)*।

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে ঈশ্বর নর-নারীকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করলেও কোন এক সময় পুরুষজাতির পেশিশক্তির বলে নারীজাতিকে তাদের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করায়। যার কারণে নারী জাতি চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তাদের প্রতিহত করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবেও অত্যাচার চালায়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে নারীদের করুণ চিত্র দেখা যায়। তাদের নিজস্বতা বলতে গেলে কিছুই নেই বললেই চলে। অথচ নারী ছাড়া কোন জাতির উদ্ভব কল্পনা করা যায় না। যে নারীই জাতির উৎসধারা তাকেই সমাজে বার-বার উপেক্ষিত, নিষ্পেষিত হতে হচ্ছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সমাজবিধির বদ্ধমূল ধারণা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার দ্বারা নারীদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের মানসিকভাবে গেঁথে দেওয়া হয়, তারা কেবলমাত্র দাসের ন্যায় স্বামী-সন্তান ও অন্যান্যদের সেবা যত্ন করবে কিন্তু পরিবারের কোন সিদ্ধান্ত কিংবা সন্তানেরা কেবলমাত্র পিতার পরিচয়ে বড় হবে, মায়ের পরিচয়ে নয়।

মেয়ে হিসেবে জন্ম নেওয়াটা আজও কোন কোন পরিবারের জন্যে একটা বোঝা ও অনাকাঙ্ক্ষিত। আজও কিছু কিছু পরিবারের কন্যা শিশুকে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়ে বড় হতে হয়। মেয়ে হিসেবে জন্ম নেওয়াটা আমাদের সমাজে আজও এক দিকে যেমনি গলগ্রহ আবার অন্যদিকে তেমনি নিরাপত্তার অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক পিতা-মাতা আছে তাদের সন্তানকে অপরিণত বয়সে সংসার জীবনে পাঠাতে বাধ্য হয়। তারা কোনদিন তাদের কন্যা সন্তানের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্বও দেয় না। তাদের ধারণা, কন্যাকে বিয়ে দিতে পারলে একদিকে

বোঝামুক্ত, অন্যদিকে তার সন্তান নিরাপদ থাকবে। বর্তমানে আমরা উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হলেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন বা পরিবর্তন করতে পারছি না। আমরা পড়ে আছি এখনো সেই মান্দাতার আমলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আমাদের সহযাত্রী হিসেবে নারীকে এখনও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে ভাবতে পারিনি। নারীকে এখনও পদে-পদে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত হতে হয়। বিশেষ করে এই কয়েক বছর ধরে নারী, শিশু ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা, যৌতুকের কারণে খুন এসব লোমহর্ষক ঘটনা প্রকট ধারণ করছে। তখন নিরাপদভাবে চলাফেরা করাটাও একটা চিন্তার বিষয়। একজন নারী হিসেবে এর কি প্রতিকার আসতে পারে আমারও তা জানা নেই। শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও উর্ধ্বতনের কাছে লাঞ্ছিত, পরিবারের নিকটাত্মীয় দ্বারাও শারীরিকভাবে নির্যাতিত হতে হয়। আবার দেখা যায়, নারীই নারীর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন: একজন মেয়ে যখন বিয়ে হয়ে স্বামীর বাড়িতে আসে তখন নতুন পরিবেশ মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট হয়, কিন্তু সেটা চিন্তা না করে তার সাথে রূঢ় আচরণ করে। এমনকি সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম করার পরও তাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। তাছাড়া কিছু-কিছু পুরুষের তো বউয়ের উপর হাত তোলার স্বভাব তো আছেই। এত কিছু হওয়ার পরও নারীরা কখনো থেমে যায়নি, প্রতিনিয়ত তারা তাদের ক্ষমা করেছে। যতবার তাদের দমিয়ে দিয়েছে আরও দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে তারা আজও ন্যায্যতার দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছে। সময় এসেছে এবার নারীর উঁচু গলায় কথা বলার। আজ নারীরা সর্বস্তরে অবদান রাখছে। বিশ বছর আগে নারীদের যে করুণ চিত্র ছিল, সে চিত্র আজ অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। তারা আজ সংসার, সন্তান লালন-পালন করার পাশাপাশি নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও সমাজকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নারী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই গর্ব করা উচিত, আমরা চাইলে কত কিছুই না করতে পারি, আমাদের সে ক্ষমতা রয়েছে। প্রত্যেকেরই উচিত আমাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা। যদি একটু মনোভাব পরিবর্তন করে পরিবারে স্ত্রী, কন্যা কিংবা মায়ের প্রতি সহনশীল এবং দায়িত্বশীল হই তবেই পরিবর্তন হবে আমাদের প্রচলিত সমাজ। প্রত্যেক নারী অর্ধাঙ্গ নয়, তারাও ঈশ্বরের সৃষ্ট এক মানুষ। তাই আসুন আমরা প্রত্যেকেই তাদের পাশে দাঁড়াই। প্রত্যেক নারীকে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেই এবং এক সাথে হাতে হাত রেখে দেশ ও সমাজ গড়ার কাজে অবদান রাখি॥

হে নারী তুমি মা

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

হে পৃথিবীর নারী
তোমরা গভীর ঘুম হতে
এখনই জেগে উঠো
লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে
প্রতিবাদী হও সমস্বরে
ইভটিজিং কটুক্তির বিরুদ্ধে
প্রতিরোধ গড়ে তোল সম্মিলিতভাবে
সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজপথে নামো।
হে পৃথিবীর নারী
এখনই সময় তোমাদের
নিজেদের ন্যায্য দাবী আদায়ে
অত্যাচার শোষণ নির্যাতন
এসিড নিক্ষেপ-ধর্ষণের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ ঘোষণার এখনই শ্রেষ্ঠ সময়।
হে পৃথিবীর নারী
তুমি শুধু নারী নও
তুমি শুধু ভোগপণ্য নও
তুমি দেশমাতৃকার ক্ষণ
তুমি আমাদের সবার ক্ষণ॥

মন ঘুড়ি

সিনথীয়া ম্যাগডেলিন ক্রুশ

অনেক দিন পর মনে অসুখ করেছে। কেন যেন কিছুই ভাল লাগছে না। মন ঘুড়িটার এক পাল্লাদড়ি ছিড়ে গেছে সেই কবেই। এখন সুতাহীন ঘুড়িটা শুধু পড়ে আছে। শীতটা এখনো বিদায় নেয়নি অথচ এই আনকোড়া সময়েই খুব বৃষ্টি দেখতে ইচ্ছে করছে।

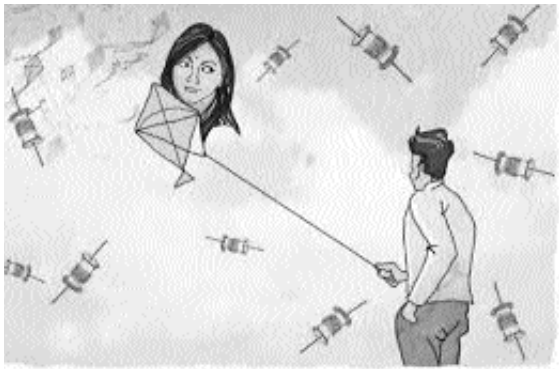

কলেজের মাঠটার সবুজ ঘাসে খালি পায়ে হেঁটে এসে গাছের তলাতে হেলান দিয়ে বসে দূরে তাকাতেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। পেছনে ফেলা আসা কথাগুলো খুব মনে পড়ছে। বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছিল মোহনা, তবে আমার ভালবাসার মানুষটি মীরা বলে ডাকতো। তার নাকি মীরা নামটা ভালো লাগে।

আমার এক ক্লাসমেটের কাছে শুনেছি মীরা নামের মেয়েদের নাকি কপাল মন্দ হয়, শুনে সে সময় খুব হেসেছিলাম। পলাশের সাথে আমার বন্ধুত্বটা কবে যে প্রেমে বদল হয়ে গিয়েছিলো তা টের পাইনি, তবে যখন টের পেলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভীষণভাবে ভালবাসতাম ওকে। প্রথম যেদিন পলাশ আমার হাতটি ধরে টেনে কাছে নিয়ে আস্তে করে বলেছিল 'ভালবাসি' সেদিন থেকেই আমার ভেতরের নারীটা পূর্ণরূপ পেয়েছিল, ভালবাসার অনুভূতিতে বিভোর হয়ে ওঠেছিলাম। মনে হয়েছিল ওকে ছাড়া আমি একমুহূর্তও নিঃশ্বাস নিতে পারব না। ও যেটা বলতো অন্ধের মতো মেনে নিতাম।

একদিন হঠাৎ করে পলাশ কোথায় যেন হারিয়ে গেল, সাথে নিয়ে গেল আমার বিশ্বাস, আসা, স্বপ্ন। বিশ্বাসটা সেদিনই ভাঙ্গলো যেদিন শুনলাম পলাশ আর আমার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী নীলা পালিয়ে বিয়ে করে দেশের বাইরে চলে গিয়েছে। পলাশ চলে যাবার ১ সপ্তাহ পর নীলাও চলে গেল আর এ সব আমার চোখের সামনেই হয়েছে অথচ আমার অন্ধ ভালবাসা সেটা দেখতে পায়নি।

প্রথম কয়েক মাস এক মায়াজালে ডুবে ছিলাম, মনে হচ্ছিল বোধহয় মরেই যাব, জীবনটাকে ভীষণ ছন্নছাড়া মনে হচ্ছিল। যেদিকে তাকাচ্ছিলাম সে দিকটাই স্বার্থপর মনে হচ্ছিল। জীবন থেকে একটা বছর নষ্ট হলো আর কি তবে পুনরায় স্বপ্ন বোনার ইচ্ছেটা মরে গিয়েছে কিন্তু নিজেকে সামলে নেওয়ার একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হলো। যাই হোক জীবন তো আর থেমে থাকে না চলছেই।

কলেজ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ মা ফোন করে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসতে বলল, বাড়িতে নাকি মেহমান আসবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে? কিছু না বলে ফোনটা রেখে দিল। বাড়ি ফিরে দেখি আমি মনে-মনে যা সন্দেহ করেছি তাই, ছেলেপক্ষ দেখতে এসেছে। এ নিয়ে গত কয়েক দিনের মধ্যে ডজন খানেক হল। মনে-মনে রাগে গজ-গজ করছি কিন্তু সবার সামনে মাকে কিছু বলতেও পারছি না। আমার ব্যাপারটা মা জানে তারপরও।

অবশেষে পাত্রপক্ষ এলো আর আমি ফিটফাট হয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘতে গেলাম সামনে। সামনে তাকিয়ে অবাক চোখে দেখলাম অপুকে, আর বুঝতেও পারলাম অপুই পাত্র। পলাশের কাজিন অপু, আমি বেশ কয়েকবার ওকে পলাশের সাথে দেখেছি। পলাশ তো বলেছিল অপু দেশের বাইরে চলে গিছে কিন্তু কি করব বুঝে ওঠতে পারছি না। ছেলে দেখতে খারাপ না, আসলে আমি কখনো ওকে ভালো করে অবজার্ভ করিনি। এমনিতেই ছেলেটা কম কথা বলতো, আমাকে দেখলেই অন্যদিকে চলে যেতো, আর সে কিনা আমাকে বিয়ে করতে চায়, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি অপুর সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজছি, কি করব বুঝতে পারছিনা, তখন হঠাৎ করে অপুর মা অনুরোধ করল ছেলে-মেয়েকে একটু আলাদা কথাবার্তা বলতে দেয়ার জন্য, ব্যস আরকি পেয়ে গেলাম সুযোগ। আমাদের বারান্দার সোফায় দু'জনকে বসিয়ে দিয়ে মা চলে গেল, যেই একা পেলাম অপুকে অমনি সাপের মত ফস্ করে বললাম এই তুমি এখানে কি করছ, তোমার সাহস তো কম না, তোমার ভাই...। অমনি অপু আমার সামনে হাত জোড় করে মাথা নিচু করে বলল 'সরি'। যেই ও আমার চোখের দিকে তাকালো দেখি ওর চোখ জোড়া ছলছল করছে পানিতে। আমি পাথর হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম, মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে সে বলতে আরম্ভ করল

-সরি, তোমাকে ভালবাসি বলে, সরি, ভালবাসি এই কথাটি তোমার সামনে কখনও বলা হয়নি বলে। আমি তোমাকে ভালবাসি পলাশ তোমাকে প্রপোজ করার বছরখানি আগে থেকে। তোমার বাসার পাশের অই বাসায় আমি থাকতাম, এই বেলকনিতেই আমি তোমাকে প্রথম দেখেছি, তোমরা এখানে আসার তিনমাস পর আমার বাবার সরকারী চাকুরীর জন্য আমরা বাসাটা বদল করি। কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারিনি। অনেক কষ্ট করে তোমার কলেজ খুঁজে বের করেছিলাম। আমি চাকরী করতাম, তোমাকে দেখার জন্য সপ্তাহে একবেলা হাফ ছুটি নিয়ে এসে তোমার কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ভাগ্য ভাল থাকলে কখনও কখনও এক ঝলক দেখতাম আর না থাকলে মনে কষ্ট নিয়ে চলে যেতাম।

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে অপুর কথা শুনে, মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা দুজন ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে বলতে থাকলো

- তোমাকে আমি প্রপোজ করব এর আগেই পলাশ তোমাকে প্রপোজ করে, যদিও ও জানতো ব্যাপারটা।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, পলাশ আমাকে একবারও ওর কথা বলেনি কেন?

- আসলে আমি পলাশকে তোমাকে দেখিয়ে বলেছিলাম যে, আমি মোহনাকে পছন্দ করি কিন্তু ও এমনটা করবে আমি ভাবতেও পারিনি। আমি তোমাকে সবকিছু বলে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু যখন শুনলাম তুমি ওকে ভালবাস তখন আমিই সরে গিয়েছি। আমার অফিস থেকে লন্ডন যাওয়ার অফার আসলো আর আমি হ্যাঁ বলে দিলাম কারণ আমার আর এখানে থাকতে মন চাইছিল না। বার বার পলাশের সাথে তোমাকে দেখা আমার কাছে খুবই কষ্টকর ছিল। গত সপ্তাহে পলাশ আমেরিকা থেকে আমার লণ্ডনের বাসায় এসেছিল ওর ওয়াইফকে নিয়ে, বিশ্বাস কর আমি জানতাম না ও তোমার সাথে এমন করেছে। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, তুমি এত কষ্টে ছিলে আমি তা এতদিন জানতে পারিনি। আজ দু'বছর পরে তোমাকে এই অবস্থায় দেখব কখনো মনের অজান্তেও ভাবিনি। ব্যাপারটা জেনে আমি আর বসে থাকতে পারিনি। তোমার কাছে ছুটে এলাম। আমি জানি না এগুলো জানার পর তুমি আমার ব্যাপারে কি ভাববে। তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম আবার খুঁজে পেয়েছি, এর থেকে বড় আর কি আছে আমার কাছে। জানি না আমার কি হবে, তবে তুমি ছাড়া জীবনের কোন একটা ভাগ অপূর্ণই থেকে যাবে সব সময়।

এই যুগে একটা মানুষের একতরফা ভালবাসা এমনও হয়? ছেলেটা পাগল নাকি? ছেলেটার কথা শুনে আমার গলা দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। হঠাৎ যেন কানের কাছ

দিয়ে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল, আমি বাকরুদ্ধ হয়ে বসে রইলাম। ইতিমধ্যে মা এসে আমাদের নিয়ে গেল, চায়ের পর্ব শেষ করে অপু ওরা চলে গেল। রাতে ঘুমাতে এসে বার বার অপুর ছলছল করা চোখ দুটি চোখের সামনে ভেসে আসছিল, নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে, জানি না কেন। সারারাত ঘুমাতে পারিনি।

এর দু'দিন পর মা আমাকে ডেকে বলল, প্রেম করেছিস্, কিছু বলিনি, যা হয়েছে তার কথা আর তুলতে চাই না, এবার আমাদের কথাও একটু ভাব। আমি আর তোর বাবা চাই আমাদের পছন্দের ছেলের সাথে তোর বিয়ে দিতে। অপু ছেলেটাকে আমাদের পছন্দ, এমনিতে অনেক সময় দিয়েছি এবার আর দেরী করতে চাই না। আজ সকালে ওরা ফোন করে জানতে চেয়েছে আমাদের সিদ্ধান্ত, তোর বাবা "হ্যাঁ" বলে দিয়েছে। আমি অবাক চোখে মা'র দিকে তাকিয়ে রইলাম আর মা বক্‌বক্ করতে করতে চলে গেল। আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আজ পহেলা ফাল্গুন, সকাল সকাল মা তার সুন্দর হলুদ শাড়ীটা আমাকে দিয়ে বলল, শাড়ীটা পড়েন, অপু আসছে, তোকে বাইরে নিয়ে যাবে। আমি না শোনার ভান করে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম। মাও নাছোড়বান্দা ঘরে এসে একটানে কাঁথাটা নিয়ে চলে গেল। এত রাগ হচ্ছিল!

রেডি হলাম, অপু এসে আধঘন্টা যাবৎ অপেক্ষা করছে, আমি ইচ্ছে করে দেরিটা করলাম শেষে মার পিড়াপিড়িতে বের হলাম। অপু বাইরে এসেই হাত বাড়িয়ে একগুচ্ছ গাঁদাফুল আমার সামনে ধরে বলল, তোমার জন্য। আমি ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফুলগুলো নিলাম। ও বলল, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে হলুদ শাড়ীতে তবে যেদিন তুমি নীল শাড়ী পড়ে কলেজে গিয়েছিলে সেদিন আমি মুগ্ধ চোখে বার-বার তাকাচ্ছিলাম, চোখ ফেরাতে পারছিলাম না, সেইদিন থেকে আমি তোমার নাম রেখেছি মোহিনী। অপুর কথা শুনে এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ চমকে গেল।

আজ দু'জনে ঘুরলাম কিছুক্ষণ, অপুর সরল চেহারার হাসি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। পিছনের কোন কথা আর বলতে ইচ্ছে হলো না। ছেলেটা খারাপ না, কিন্তু বিয়ে নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে। ওকে কি হ্যাঁ বলব নাকি না বলে দিব? ও আমাকে বলেছে আমার যে সিদ্ধান্তই হোক না কেন ও মেনে নিবে। না, ছেলেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে!

আমরা রিক্সাতে ফিরছি আচমকা একটা বাইক এসে আমাদের রিক্সাটাকে ধাক্কা দেয়। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এরপর আর কিছু মনে নেই। চোখ খুলে দেখি আমি হাসপাতালে, ভীষণ ব্যথা পেয়েছি। আর অপু! চারিদিকে খুজতে লাগলাম ওকে। তাকিয়ে দেখি ও আমার মাথার কাছে বসে আছে, মাথার চুলগুলো উসকোখুসকো, চোখ দুটি লাল হয়ে আছে, হাতে বান্ডেজ। এই অবস্থায় ওকে দেখে খুব মায়া হচ্ছে। এর মধ্যে সবাই চলে এসেছে। দুদিন হাসপাতালে থাকার পর বাড়ি এলাম।

কিছুদিন পর অপু আমাকে ফোন করে আমার সিদ্ধান্ত জানতে চাইল।

আমি অনেক ভাবলাম, ভালবেসেতো শুধু ধোকাই খেলাম এবার না হয় অপুর ভালবাসাতেই ভরসা করি। আমার মন ঘুড়িটার ভাঙ্গা কাঠি ফেলে দিয়ে নতুন কাঠি জুড়ে আর একবার আকাশে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। ক্ষতি কি তাতে....॥

সুখবর! সুখবর!! সাহিত্য প্রতিযোগিতা - ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সুধী,
প্রতি বছরের মত এবছরও এপিসকপাল যুব কমিশন সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। শ্রেণি ভিত্তিক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নিচে দেওয়া হলো।

ক-বিভাগ: স্কুল পর্যায়ে (১ম-৩য় শ্রেণি) বিষয়: "বিশ্বর সাথে বন্ধুত্ব" ছড়া: (কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই) পোস্টার: ভালো অংকন কাগজে।	খ-বিভাগ: স্কুল পর্যায়ে (৪র্থ-৫ম শ্রেণি) বিষয়: "আমার জীবনে যীশুর ভালবাসা" কবিতা: (কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই) পোস্টার: ভালো অংকন কাগজে।	গ-বিভাগ: স্কুল পর্যায়ে (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) বিষয়: "আমাদের পারিবারিক জীবনে যীশুর ভালবাসা" ছোটগল্প / প্রবন্ধ / একাঙ্কিকা ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
ঘ-বিভাগ: স্কুল পর্যায়ে (৯ম-১০ম শ্রেণি) বিষয়: "জীবনের যাত্রা পথে যিশুর প্রেমপূর্ণ উপস্থিতি" ছোটগল্প / প্রবন্ধ / একাঙ্কিকা: ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।	ঙ-বিভাগ: কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিষয়: "খ্রিস্টের সৈনিক হিসেবে আমরা শিক্ষিত ও প্রেরিত" ছোটগল্প / প্রবন্ধ / একাঙ্কিকা: ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।	চ-বিভাগ: অভিভাবক ও সর্ব সাধারণ বিষয়: "মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে যুবসমাজ" ছোটগল্প/ প্রবন্ধ / একাঙ্কিকা: ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

(১) ছোটগল্প, প্রবন্ধ, একাঙ্কিকা ও ছড়া সাদা কাগজের একপিঠে ও চারিদিকে এক ইঞ্চি মার্জিন রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে অথবা কম্পিউটারে টাইপ করে কালো কালি দিয়ে লিখতে হবে। উভয় পিঠে লেখা গ্রহণ করা হবে না।

(২) নির্ধারিত একটি বিভাগের তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন দুইটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(৩) এক কপি পাসপোর্ট ফটোসহ আলাদা পৃষ্ঠায় প্রতিযোগিকে শুধুমাত্র নিম্নোক্ত তথ্য অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে- বিভাগের নাম (ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও চ উল্লেখ করুন)। বিষয়: (প্রবন্ধ/গল্প/একাঙ্কিকা/ছড়া/পোস্টার): লেখার শিরোনাম, প্রতিযোগির পুরোনাম, পিতার নাম ও মাতার নাম বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখতে হবে। ডাক যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা, পেশা উল্লেখ করতে হবে।

(৫) প্রতিযোগিতায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(৬) লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ: ৩০ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। [লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ পরিবর্তনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে যা 'যুব সৃষ্টি' পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হবে]।

(৭) প্রতিযোগিতায় প্রতি বিষয়ে পুরস্কারের মূল্যমান নিম্নরূপ:

পর্যায়	ক-বিভাগ	খ-বিভাগ	গ-বিভাগ	ঘ-বিভাগ	ঙ-বিভাগ	চ-বিভাগ
প্রথম	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা	১১০০ টাকা	১১০০ টাকা	১৩০০ টাকা	১৩০০ টাকা
দ্বিতীয়	৭০০ টাকা	৭০০ টাকা	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা	১১০০ টাকা	১১০০ টাকা
তৃতীয়	৫০০ টাকা	৫০০ টাকা	৭০০ টাকা	৭০০ টাকা	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা

(৮) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর পুরস্কারের টাকা নগদ দেয়া হবে এবং সঙ্গে একটি করে আকর্ষণীয় প্রশংসাপত্র দেয়া হবে।
(৯) প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার সম্বন্ধে প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিযোগিকে মোবাইলে বিস্তারিত জানানো হবে।
(১০) এপিসকপাল যুব কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত বিচারক মণ্ডলীর রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
(১১) প্রতিযোগিতায় পাঠানো লেখা ই-মেইল/ ডাক অথবা সরাসরি হাতে পাঠাতে পারেন। আমাদের কাছে পাঠানো যে কোন লেখা অ-ফেরত যোগ্য।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা: বরাবর, সম্পাদক
ত্রৈমাসিক "যুব সৃষ্টি" এপিসকপাল যুব কমিশন
সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৩২-০০৫০৪৫, ০১৮২৯৮৭২৩০১

সহভাগিতার আনন্দ

ব্রাদার অন্তর কর্ণোলিয়াস কস্তা সিএসসি

জয় ও জেরি খুব ভাল বন্ধু। তারা একসাথে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। জয়ের পরিবার খুব ধনী, কারণ তার বাবা বিদেশ থাকে এবং মা স্কুলে পড়ান। পরিবারে তারা ৩ জন, জেরি তার মা ও ছোট বোন। অন্যদিকে জেরির পরিবার খুবই গরীব কারণ জেরীর বাবা নেই। সে যখন ছোট তখনই তার বাবা মারা যায়। জেরির পরিবারে তারা ৪জন, সে তার মা ও ছোট দুই বোন। জেরির মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে তাদের পরিবার পরিচালনা করে। তার মাকে দেখে জেরির খুব কষ্ট হয়। তাই ছুটির দিনে সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে এবং পরিবারে আর্থিক অবদান রাখে। জেরি পড়ালেখায় খুব ভাল। সে স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে ডাক্তার হবে এবং তাদের গ্রামে একটি ক্লিনিক খুলবে। যার মধ্য দিয়ে সে মানুষের সেবা করতে পারবে। সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার আগে জেরির মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই কাজে যেতে পারে না, এদিকে জেরির ও তার দুই বোনের বার্ষিক পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। এই বিষয় নিয়ে জেরি খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। এসব চিন্তার কারণে ক্লাসেও সে অমনোযোগী হতে থাকে। জয় বেশ কিছুদিন ধরেই তা লক্ষ্য করছিল। তাই টিফিনে জয় জেরিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে? তোমাকে অনেক চিন্তিত দেখাচ্ছে? জেরি তাকে সমস্যার কথা খুলে বলে। পরের দিন জয় বেশ কিছু টাকা নিয়ে আসে এবং তা জেরীর হাতে দিয়ে বলে আশা করি এই টাকা দিয়ে তোমার সমস্যার সমাধান হবে। জেরী জয়কে বলল এত টাকা তুমি কোথায় পেলে? জয় বলল আমি সারা বছর টিফিনের টাকা থেকে একটু-একটু করে জমিয়েছিলাম। বড়দিনে একজোড়া দামী জুতা কেনার জন্য। আজ যেহেতু তোমার প্রয়োজন তাই তা আমি তোমায় দিচ্ছি। এভাবে জেরি তার বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল। বড়দিনের কেনাকাটার সময়, জয় তার মাকে বলে জেরির জন্যেও তার পরিবারের সবার জন্য নতুন কাপড় কিনে দিতে। এরপর তারা বড়দিনে একসাথে খ্রিস্টযাগে অংশ নেয় ও আনন্দ সহভাগিতা করে। জয় অনুভব করল যে, সহভাগিতায় অনেক আনন্দ পাওয়া যায়।

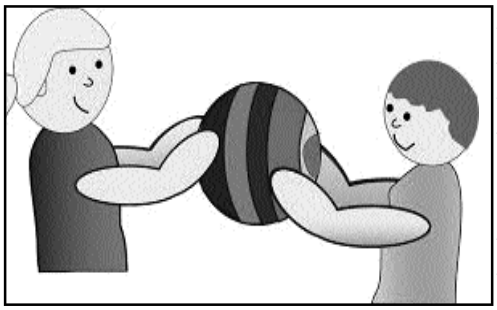

আদরের সোনামণিরা, দেখলে তো একজন বন্ধু অন্য বন্ধুর সাথে কিভাবে সহভাগিতা করল। তাই এসো, আমরা সকলে মিলে আমাদের গরীর বন্ধুদের সাথে আমাদের আনন্দ সহভাগিতা করি। কারণ এতে ঈশ্বর খুশি হন ও প্রচুররূপে আশীর্বাদ করেন॥

নারী

এ্যাডভোকেট এ কে এম নাসির উদ্দীন

নারী তুমি আজও অবহেলিত
তোমাকে হতে হয় লাঞ্ছনার শিকার,
তুমি ছাড়া এ পৃথিবী অচল
তবু কি নেই এর কোন প্রতিকার?
নারী, তোমাকে আজও
ধর্ষণের শিকার হতে হয়
বর্তমান সভ্য জগতে নারী
তোমাকে তাও মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।
নারী, আজও তোমার বাল্যবিয়ে হয়
তোমাকে তাও সহ্য করতে হয়।
হে নারী ,বাল্যবিয়ের কারণে
তোমাকে অকালে গর্ভধারণ করতে হয়।
যৌতুকের কারণে এখনও,
তোমাকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।
নারী, তোমাকে আজও
ইভটিজিংয়ের শিকার হতে হয়,
ইভটিজিংয়ের কারণে নারী
তোমার লেখা-পড়া চিরতরে বন্ধ হয়।
নারী, তোমাকে আজও
এসিড দগ্ধ হতে হয়,
এসিড দগ্ধের যে যন্ত্রণা,
সে যন্ত্রণা তোমাকেই সারাজীবন বইতে হয়।
নারী, তুমি শুধু পুরুষ দ্বারা
হও নাকো নির্যাতিত,
নারী হয়ে নারীরাও তোমাকে
নির্যাতন করে অবিরত।

নারী, শুধু তোমারই জন্য
"আন্তর্জাতিক নারী দিবস" পালন করা হয়।
এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে নারী
তুমি কি মনে কর, তোমার হয়েছে জয় ?
নারী, আজও তোমার
মতামত বাস্তবায়িত হয় না,
যতই নির্যাতিত হও নারী
তোমার কথা কেউ সহজে কয় না।
হে নারী, আজও তোমাকে
'এইডস্' রোগের জন্য দায়ী করা হয়,
'এইডস্' এর জন্য শুধু তুমিই দায়ী
পুরুষ কি দায়ী নয় ?
হে নারী, আজও তোমাকে
সীতার মত কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়,
বর্তমান সভ্য সমাজে নারী
এ কঠিন পরীক্ষা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় ?
হে নারী, আজও তোমাকে
পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়,
বর্তমান আধুনিকতার যুগে নারী
এ যন্ত্রণা কি সহ্য করা যায় ?
হে নারী, তোমাকে ভালোবেসে
কতনা পুরুষ ছেড়েছে সিংহাসন,
তবুও আজও হয়নি নারী
তোমার যথাযথ মূল্যায়ন॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

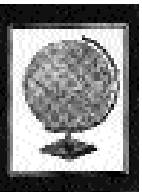

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ধরিত্রীর কান্না ও দরিদ্রদের কান্নার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

৫ বছর আগে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস লাউদাতো সি বা তোমার প্রশংসা হোক, আমাদের অভিন্ন বসত বাটির যত্ন নামে একটি সর্বজনীন পত্র লিখেছিলেন। গ্লোবাল কাথলিক ক্লাইমেট নামের মুভমেন্ট পোপ মহোদয়ের এই সর্বজনীন পত্রের শিক্ষাটি কাথলিক মণ্ডলীর বাইরের মানুষের কাছেও নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। ইয়েব সানু, গ্লোবাল কাথলিক ক্লাইমেট মুভমেন্টের একজন প্রতিষ্ঠাতা এ প্রসঙ্গে বলেন, সৃষ্টির যত্নদানে আরো বেশি মনোযোগী হওয়া এবং এ সংক্রান্ত কঠিন বাস্তবতাগুলো মোকাবেলা করার বোধগম্যতা দরকার। আর সেই বাস্তবতাগুলো হলো আমাদের পৃথিবী কাঁদছে যেমনটি কাঁদছে দরিদ্ররা। সানু আরো বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল মানুষদের প্রয়োজন উপেক্ষা করে আমরা আমাদের পরিবেশ রক্ষা করার বিষয়ে কথা বলতে পারি না। 'লাউদাতো সি' এমন একটি পত্র যা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে পরিবেশগত সমস্যার প্রতি আলোকপাত করতে এবং সমস্যা সমাধানে অংশ নিতে যাতে করে ভবিষ্যৎ পৃথিবী রক্ষা পায়। আমাদেরকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যাতে করে আমাদের দরিদ্রতম ভাইদের স্বার্থ সুরক্ষা পায়। পরিবেশগত এই সমস্যার মূল নিহিত মানুষের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যে যা গভীরভাবে সংযুক্ত 'আমরা কে' তার সাথে। এই তিনটি শব্দই শুরু হয় 'অ'ং' দিয়ে। সেগুলো হলো; দাম্ভিকতা/ঔদ্ধত্য (arrogance) এটি এমন একটি মনোভাব যা একজনকে ঈশ্বর বা প্রকৃতি থেকে বেশি ভাল মনে করতে প্ররোচিত করে। ব্যক্তি মনে করে প্রকৃতি থেকেও বুদ্ধিমান সে। এই দাম্ভিকতার কারণে পৃথিবীতে অনেক বিপর্যয় শুরু হয়। ঔদাসীন্য (apathy) এমন একটি ধ্বংসকারী মনোভাব যেভাবে প্রকৃতির বা অন্যের যত্ন নেওয়া আমার কাজ নয় তা অন্যের। ধনলিপ্সা (avarice) অতিরিক্ত লোভের প্রকাশ যেকোন কিছুতে লাভ খোঁজা। আর সে কারণে অন্যেরা বঞ্চিত হয় ন্যায্য পাওনা থেকে। এই তিনটি অপবোধকে রোধ করতে হলে প্রয়োজন ভালবাসা, যা আমাদেরকে আমাদের নিজেদের কাছ থেকে বের করে নিয়ে যায় অন্যের কাছে। আমরা যদি দাম্ভিকতা, ঔদাসীন্য ও ধনলিপ্সার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যত্নশীল হই তাহলেই শুধু পরিবেশগত সমস্যা নিরসনের সংগ্রামে জয়ী হতে পারবো। পরিবেশগত সংকট সমাধানের সংগ্রাম তাই এখন এবং এই স্থান থেকেই শুরু করতে হবে।

পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানে থেকেই নির্জনধ্যানের আধ্যাত্মিক অনুশীলনে অংশ নিবেন

১ মার্চ রবিবার থেকে শুরু হয়েছে রোমান কুরিয়ার আধ্যাত্মিক অনুশীলনী, যা সপ্তাহব্যাপী তা চলবে। একই দিনে সাধু পিতরের চত্বরে উপস্থিত দর্শনার্থীদের পোপ মহোদয় অনুরোধ করেন যেন তারা রোমান কুরিয়ার ব্যক্তিদের নির্জনধ্যানের ফলপ্রসূতার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন। তবে ঠাণ্ডাজনিত কারণে তিনি আরিচ্চাতে বার্ষিক নির্জনধ্যানে অংশ না নিয়ে ভাতিকানে থেকেই অংশ নিবেন। রোমের বাইরে আলবান পাহাড়বেষ্টিত এলাকা আরিচ্চাতে নির্জনধ্যানের কমসূচী আগে থেকে স্থির করা থাকলেও পোপ জানিয়েছেন ভাতিকানে থেকেই আধ্যাত্মিকভাবে তিনি রোমান কুরিয়ার সাথে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে যাত্রা অব্যাহত রাখবেন। নির্জনধ্যান পরিচালনায় সহায়তা করবেন জেজুইট পুরোহিত পিয়েত্ত বভাতি, যিনি পোপীয় বাইবেল কমিশনের সেক্রেটারী। নির্জনধানের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো-ঝোঁপটি আগুনে জ্বলছিল *(যাত্রাপুস্তক ৩:২)* : যাত্রাপুস্তক, মথি অনুসারে সুসমাচার এবং সাম প্রার্থনার আলোকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার সাক্ষাৎ। পোপীয় এই নির্জনধ্যানে গুরুত্বারোপ করা হয় প্রাবক্তিক অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরকে শ্রবণ। নির্জনধ্যান পরিচালনায় সহায়ক পুরোহিত ঈশ্বর কিভাবে মোশীকে আহ্বান করলেন তাঁর জনগণকে পরিচালনা করতে এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রতিহত করার যে প্রলোভন তার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বিষয়গুলোর ওপর অনুধ্যান রাখেন। ঈশ্বরের ডাক আমাদের জীবনে চমক হিসেবে আসে। নির্জনধ্যানের ২য় দিনে অনুধ্যান রাখা হয় আহ্বানের উপর। আহ্বান হলো জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। একটি সিদ্ধান্তমূলক সাক্ষাৎ যেখানে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলেন। জীবন-যাপনের উত্তম ধারা উদ্‌ঘাটনের জন্য ঈশ্বর সর্বদা আমাদেরকে নির্দেশনা দান করেন, যাতে করে আমরা উপযোগী আত্ম-নিবেদনের মাধ্যমে ভাইবোনদের সেবা করতে পারি। তাই আহ্বান হলো উদ্‌ঘাটন আত্মনিরূপণ নয়। নির্জনধ্যানের তৃতীয় দিন কাটে ঈশ্বরের দয়া বা কৃপারাশি আমরা কিভাবে প্রতিহত করি সে বিষয়ে অনুধ্যান করে। মানুষের জীবনে অহংকার বা ঔদ্ধ্যতের বিপদ বিষয়টিতে আলোকপাত করা হয়। এমনিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনুধ্যান ও অনুশীলনীর মধ্য দিয়ে এক সপ্তাহের নির্জনধ্যান চলবে।

বিশ্বব্যাপী কাথলিকদের 'লাউদাতো সি' সপ্তাহ উদ্‌যাপন করতে আহ্বান করেছেন পোপ ফ্রান্সিস এবং তা পালিত হবে ১৬ থেকে ২৪ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে।

ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার আহ্বান

শুধুমাত্র নাগরিক ও ধর্মীয় নেতারাই নয় সকল নাগরিকেরই দায়িত্ব রয়েছে সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, ধর্মীয় সম্প্রীতির মত মূল্যবোধগুলো প্রসার ঘটানো যা ইন্দোনেশিয়ার প্রতিদিনকার জীবনকে শক্তিশালী করবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দ মিলিত হয় ঐক্যতানীয় ও গঠনমূলক ধর্ম জাতীয় জীবনকে শক্তিশালী করে বিষয়ের উপর সেমিনারে অংশ নিতে। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের, সিভিল সোসাইটির ও সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১০০জন প্রতিনিধি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ভাতিকানের সংবাদ সংস্থা ফিদেস জানায়, প্রফেসর ছয়াফিক মুঙনি, ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ইসলামিক অর্গানাইজেশন মোহাম্মাদিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের প্রত্যেকজন নাগরিক যে অবস্থায়ই থাকুক ধর্মীয় সম্প্রীতিতে অবদান রাখবে যা সমগ্র দেশকে উন্নতির দিকে ধাবিত করবে। কোন সময়ই বা কোন পরিস্থিতিতেই কোন ধর্ম ধ্বংসাত্মক উদ্দেশে ব্যবহৃত হতে পারে না। ইন্দোনেশিয়ার কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর ভাইস-চেয়ারম্যান, বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো বলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের মধ্যে শান্তি, ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিকল্পে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সরকারী কর্মকর্তাদের একসাথে কাজ করতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও কনফুসিয়ান ধর্মেও প্রতিনিধিরাও একই ধরণের মনোভাব প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য ইন্দোনেশিয়ায় ২৬.৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৮৫% মুসলিম ধর্মের অনুসারী, কাথলিক ও অন্যান্য মণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১২% এবং অন্যান্যরা বাকি ৩॥

- তথ্যসূত্র : news.va

উথুলীতে মহামান্য কার্ডিনালের পালকীয় সফর

রিজেন্ট লিংকন ডি' কস্তা : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, রোজ রবিবার, পবিত্র যিশু হৃদয়ের কোয়াজী ধর্মপল্লীতে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি পালকীয় সফরে আসেন। সকাল ৯টায় কার্ডিনাল ও ফাদার তুষার জেমস্ গমেজকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। শুরুতেই উথুলী-কোয়াজী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং কার্ডিনালের পালকীয় সফর ও তার কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে তুলে ধরেন। অতঃপর কার্ডিনাল স্কুলের ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষকবৃন্দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে এই দরিদ্রতম অঞ্চলে নতুন স্কুল ও গির্জা নির্মাণের কথা উল্লেখ করেন। শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পরপরই কার্ডিনাল প্রস্তাবিত নতুন গির্জার স্থান নির্ধারণ করেন এবং স্কুল বিল্ডিং-এর জন্য ক্রয়কৃত নতুন জমি পরিদর্শন করেন। অতঃপর বিকাল ৩টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক সিএসসি, সহযোগিতায় ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার টমাস কোড়াইয়া ও ফাদার তুষার জে গমেজ। উপদেশে তিনি উথুলীতে তার কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন ও পবিত্র বাইবেলের আলোকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা রাখেন। খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার টমাস কোড়াইয়া উথুলীতে প্রস্তাবিত নতুন গির্জা, যাজক ভবন ও স্কুল নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য কার্ডিনালকে ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানান এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এরপর কার্ডিনাল প্রস্তাবিত নতুন গির্জার নির্ধারিত স্থানে প্রার্থনা ও পবিত্র জল সিঞ্চনের মাধ্যমে আশীর্বাদ করেন। পরিশেষে, টিফিনের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

সিবিসিবিতে স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের সেমিনার

লিলি এ গমেজ : গত ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এপিসকপাল স্বাস্থ্যসেবা কমিশন এর উদ্যোগে সিবিসিবি সেন্টারে স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যচিত্র বিশ্লেষণ এবং স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের অগ্রাধিকার বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে মোট ৩৭জন স্বাস্থ্যসেবা কমিশন এর সদস্যবৃন্দ ও স্বাস্থ্য সেবাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে রোগী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক মূলসুর, "তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব" *(মথি ১১:২৮)* এর ওপর আলোকপাত করেন আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি, চেয়ারম্যান, স্বাস্থ্যসেবা কমিশন। তিনি বলেন, দুর্বলতা ও কষ্টভোগের সময়ে যিশু তাঁর স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে সান্ত্বনা লাভ করেছেন; তেমনি যাদের ব্যক্তিগতভাবে দুর্বলতা, কষ্ট ভোগের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারা যিশুর মত অন্যকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয়। তারা অসুস্থ হলেও তাদের শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন আছে। তাই তাদের জন্য যেমন চিকিৎসা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ভালবাসাপূর্ণ সেবা।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যচিত্র (মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপদ খাবার, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি) বিশ্লেষণ করেন লিলি এ গমেজ ও ডাঃ এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। ফাদার ড. লিন্টু ডি'কস্তা, দলীয় আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের অগ্রাধিকারগুলো আলোচনা করেন। মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীগণ বলেন-এই ধরনের শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। প্রতিটি মানবজীবনের সেবা-যত্ন পাওয়ার অধিকার আছে; তাই রোগীর সেবার জন্য প্রতিটি বাড়িই হোক হাসপাতাল-এই প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ করেন আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি॥

সিলেট ধর্মপ্রদেশের সংবাদ :

ধর্মপ্রদেশীয় কমিশনগুলোর বিশেষ পরিকল্পনা সভা

মার্কুস লামিন : গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সিলেট বিশপ'স হাউজে সিলেট কাথলিক ধর্মপ্রদেশের কমিশনের প্রতিবেদন-২০১৯ ও কর্মপরিকল্পনা-২০২০ বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উক্ত ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ বিজয় ডি' ক্রুশ ওএমআই, বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ফাদার, সিস্টার, এবং কারিতাসের কর্মকর্তাসহ মোট ৮০জন খ্রিস্টভক্ত। সকাল ৯টায় ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। সভা পরিচালনা করেন সিলেট কাথলিক ধর্মপ্রদেশের প্রকিউরেটর ফাদার সরোজ কস্তা ওএমআই। ফাদার হেনরী রিবেরু ওএমআই-এর প্রয়াণে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সিলেট ধর্মপ্রদেশে আগত নতুন ফাদার ও সিস্টারদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানানো হয়। উক্ত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধর্মপাল বিশপ বিজয় এন' ডি ক্রুজ ওএমআই। তিনি বলেন, কাথলিক মণ্ডলীতে কমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। কমিশনের মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠন দান করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রম সব সময় চলমান থাকতে হয়। কমিশনগুলো সক্রিয় হলে মণ্ডলী শক্তিশালী ও সজীব হবে। কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণ যাতে নিশ্চিত হয় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। তিনি সকল ফাদার-সিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গুরুত্বসহকারে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তাছাড়া সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রেক্ষিতে কমিশনগুলোর কার্যক্রমগুলো আরো সুন্দরভাবে সম্পাদন করার পরামর্শ দান করেন।

ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া উক্ত দিনের আলোচনার উপরে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমাদের কমিশনগুলো সক্রিয় হলে ও কার্যক্রম চলমান থাকলে জাতীয় কমিশন/এপিসকপাল কমিশন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিতে পারবে। তিনি বলেন, কমিশন হলো একটি সামগ্রিক গঠন প্রক্রিয়া। কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা কাজগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারি। তিনি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনের আলোকে বলেন, কোন কমিশন বিগত বছরে সদস্যদের নিয়ে সমন্বয় সভার আয়োজন করে না। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যেক কমিশন সদস্যদের নিয়ে সভা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এরপর সিলেট কাথলিক ধর্মপ্রদেশের সকল কমিশনের কার্যক্রমের প্রতিবেদন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পেশ করেন কমিশনের সচিব মার্কুস লামিন। ফাদার সরোজ কস্তা ওএমআই ২০২০ খ্রিস্টাব্দের বিভিন্ন কমিশনের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। বিভিন্ন কমিশনের সদস্যদের নিয়ে কমিশনের পরিকল্পনা-২০২০ আলোচনা হয়। সকল কমিশনের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা-২০২০ খ্রিস্টাব্দ উপস্থাপন করা হয়। এরপর DCTPCএর প্রজেক্ট অফিসার জন মন্টু পালমা কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি কমিশনের কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি সিলেট কাথলিক ধর্মপ্রদেশের কৌশলগত পরিকল্পনার বিষয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। বিশপ বিজয় ওএমআই সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তদের ধন্যবাদ জানান। দ্বিতীয় অধিবেশনে মধ্যাহ্ন ভোজের পর নিবেদিত ব্যক্তিদের জীবন অভিজ্ঞতা ও ব্রতধারীদের জীবন সম্বন্ধে সহভাগিতা করেন। সবাইকে ধন্যবাদের মধ্য দিয়ে বিকাল ৪টায় এ সভা সমাপ্ত হয়॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে নবাগত পাল-পুরোহিতের বরণানুষ্ঠান

ওয়েলকাম লম্বা : গত ২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত জাফলং ধর্মপল্লীতে নবাগত পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা'র বরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৪জন যাজক এবং ১২০জন খ্রিস্টভক্ত। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া এবং উপদেশ প্রদান করেন ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। তিনি তার উপদেশে আদর্শ পরিবার গঠনের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমার পরিবার যেন আদর্শ পরিবার হয়ে ওঠে এবং পরিবারের সন্তানদের যেন আদর্শবান সন্তান করে গড়ে তুলি। তিনি মণ্ডলীতে, উপাসনায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার সরোজ ওএমআই সবাইকে ধন্যবাদ জানান। খ্রিস্টযাগের পর

নবাগত পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা এবং অন্যান্য ফাদারদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। নবাগত ফাদার তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, এই সিলেট ধর্মপ্রদেশে আদিবাসী খাসিয়া ভাই-বোনদের সাথে কাজ করা তার জন্যে একটা সুবর্ণ সুযোগ। এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এখানে কাজ করতে সবার সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন। এই সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাসের পথে এগিয়ে চলব এবং ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাব। ফাদার গাব্রিয়েল সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপের পক্ষ থেকে নবাগত ফাদারকে স্বাগতম জানান এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশ ও জাফলং ধর্মপল্লীর বাস্তবতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা সবাইকে সহযোগিতার জন্যে উৎসাহিত করেন। ফাদার সরোজ ওএমআই তা র অভিজ্ঞতার আলোকে সুন্দর সহভাগিতা করেন। ওয়েলকাম খংলা পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুপুর ১টায় এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীর সংবাদ :

সিস্টার তানিয়া গমেজ সিআইসিঃ

শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার ২০২০ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে কেন্দ্রসহ ৭টি উপকেন্দ্রের শিশু এবং এনিমেটরদের সংখ্যা ছিল মোট ২০০জন। মূলসুর ছিল "আমাদের শিশুদের জীবনে ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানের গুরুত্ব বেশি"। মূলসুরের উপর ভিত্তি করে পাল-পুরোহিত ফাদার দানিয়েল মন্ডলের প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দিনটি শুরু করা হয়। তিনি বলেন, শিশুরাই হলো আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ধর্মপল্লীর আহ্বানে পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল অফিস থেকে আগত সিস্টার মারীয়া দাস সিআইসি

এবং সিস্টার ঝুমা নাফাক পিএমএস এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যাবলী সহভাগিতা করেন। খুলনা ধর্মপ্রদেশের শিশুমঙ্গল পরিচালক ফাদার ডমিনিক হালদার শিশুদের জীবনাচরণ, আহবান জীবন ও নৈতিক শিক্ষার ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ডমিনিক হালদার এবং সহযোগিতায় ছিলেন ফাদার দানিয়েল মন্ডল ও ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড। খ্রিস্টযাগে তিনি বলেন, শিশুরা ভবিষ্যতে কি হতে চায় ও তাদের চিন্তাধারা কি সে সম্পর্কে প্রেরণামূলক বাণী সহভাগিতা করেন। দুপুরের আহারের পর বিকাল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বাইবেল কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে অধিকাংশ শিশুরা অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে পাল-পুরোহিত ফাদার দানিয়েল এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

শান্তিরাণী সিস্টারস্ কনভেন্টের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন

গত ৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে শান্তিরাণী সিস্টারস্ কনভেন্টের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। ৩০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ ঘটিকায় ধর্মপল্লীর হল রুমে বিশপগণ, ফাদারগণ শান্তিরাণী সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার রেবেকা কিসপট্টা সিআইসি, সিস্টারগণসহ অতিথিদের পা ধোয়ানো ও ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সন্ধ্যা ৬টায় পবিত্র আরাধনা করা হয়। আরাধনায় উপদেশ দেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু। পরে ৮:৩০ মিনিটে ধর্মীয় কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হয়। ৩১ জানুয়ারি, শুক্রবার, সকাল ৯টায় সিস্টারস্ কনভেন্টে বিশপগণ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে জুবিলীর বেলুন ও শান্তির পায়রা উড়ানোর মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু করা হয়। এরপর শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সকলে গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী। সহায়তা করেন দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, ভিকার জেনারেল ফাদার যাকোব বিশ্বাস এবং পাল-পুরোহিত ফাদার দানিয়েল মন্ডল। খ্রিস্টযাগে ১২জন ফাদার, ৫০জন সিস্টার ও ১২০০ খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। উপদেশে বিশপ বলেন, আমরা যারা খ্রিস্টেতে দীক্ষিত আমরা সকলেই এক একজন বাণী প্রচারক। আমরা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি। খ্রিস্টযাগের পরপরই সকলের জন্য মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করা হয় এবং সিস্টারস্ কনভেন্টে জুবিলীর স্মৃতিফলক উন্মোচন করা হয়। শেষে ১১:৩০ মিনিটে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এরপর জুবিলীর স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। জুবিলীর আহ্বায়ক ও কনভেন্টের সুপিরিয়র সিস্টার প্রমিলা কস্তা ঈশ্বরকে ও সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। পরিশেষে জুবিলীর সভাপতি ও পাল-পুরোহিত ফাদার দানিয়েল মন্ডল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অতিথিদের দুপুরের আহারের আহ্বান জানিয়ে জুবিলী উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

বরিশালে হলিক্রস ব্রাদার সংঘ প্রতিষ্ঠার ২০০ বৎসরের পূর্তি উদ্‌যাপন

লিন্টু আন্দ্রিয় হালদার : গত ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, বুধ-বৃহস্পতিবার উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এ দুই দিনব্যাপি হলিক্রস ব্রাদার সংঘ প্রতিষ্ঠার ২০০ বৎসরের পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারী দিনব্যাপি ছিল পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সংঘের সার্বিক কর্মকাণ্ড, প্রকাশনা ও প্রচারমূলক স্টল পরিদর্শন ও বিদ্যালয় অডিটরিয়ামে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ব্রাদারদের জীবন ও জীবনীসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন। ২য় দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রেস্ট প্রদান ও সম্মাননা জ্ঞাপন ও জুবিলীর কেক কাটা। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। তিনি উক্ত সংঘের সকল ব্রাদারদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন ও সংঘ প্রতিষ্ঠাতাদের জীবন ও আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশপ লরেন্স সুব্রত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস কানু গমেজ, ব্রাদার রিপন জেমস সিএসসি, ব্রাদার লরেন্স সুবল সিএসসি ছাড়াও অনেক ব্রাদার ও সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায় দুই শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সংঘের প্রভিন্সিয়াল, ব্রাদার সুবল সিএসসি'র হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন। ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানে সেবাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট ৫জন সহ ১৮জন ফাদার, ব্রাদার ও সমাজ সেবকদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ব্রাদার স্যামূয়েল সবুজ সিএসসি। ব্রাদারদের জীবন ও সেবাকাজসহ সংঘ প্রতিষ্ঠার কথা সহভাগিতা করেন ব্রাদার চয়ন কোড়াইয়া, ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ, ফাদার লাজারুস কানু গমেজ, শিক্ষক এ এস এম মাসুম রাহাত প্রমুখ। বিশপ লরেন্স সুব্রত সিএসসি এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে দুইদিনের কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

ভবরপাড়া ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সেন্টু মন্ডল : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে "আমাদের শিশুদের জীবনে ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানের গুরুত্ব বেশি" এই মূলসুরের আলোকে খুলনা ধর্মপ্রদেশের ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর ভবরপাড়া গ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে মোট ১০০জন শিশু, ১০জন শিশুমঙ্গল পরিচালক, স্থানীয় কাটেখিস্ট, সিস্টারগণ এবং সিস্টার ঝুমা নাফাক এসএসএমআই ও সিস্টার মারীয়া দাস সিআইসি উপস্থিত ছিলেন। এরপর সকলে খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সহকারী যাজক ফাদার রিপন সরদার। তিনি উপদেশে বলেন, শিশুরা যিশুর খুবই প্রিয়। তাই শিশুদের কাছে ডেকে যিশু আশীর্বাদ করেন। যিশু যেমন পিতা-মাতার বাধ্য থেকে জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে ওঠেছিলেন তেমনি শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ-ভালবাসায় বড় হয়ে ওঠে। আজকের শিশুরাই আগামী প্রজন্মের কর্ণধার ও ভবিষ্যৎ। আমাদের শিশুদের জীবন গঠনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানের গুরুত্ব অনেক বেশি, তাই শিশুদের প্রতি এখনই বা বর্তমানেই যত্নশীল হতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি শিশুদের উদ্দেশে আরও বলেন, তোমাদের বন্ধু শিশুদের জন্য প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার করতে হবে, তাহলেই তোমরা একে-অন্যের পাশে থাকতে পারবে। এনিমেটরদের শিশুদের খ্রিস্টীয় গঠন দান ও নিঃস্বার্থ সেবাদানের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। খ্রিস্টযাগের পরে শিশুরা পবিত্র শিশুমঙ্গল

দিবসের পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রা করে ভবরপাড়া মিশন প্রদক্ষিণ করে। পরে শিশুদের জন্য খেলাধুলা, বাইবেল কুইজ ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিচিত্রানুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার ও অন্যান্যদের জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দুপুরে আহারের পর উক্ত দিনের কার্যক্রম শেষ হয়॥

ক্যাটেনিয়ান সেন্ট্রাল কাউন্সিল-এর উচ্চ কার্যপর্ষদের বাংলাদেশ সফর

দিগন্ত অ্যান্টনি গোমেজ : ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকা শহরের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে ঢাকা ক্যাটেনিয়ান এসোসিয়েশনটির ৫৫তম মাসিক সার্কেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ক্যাটেনিয়ান সেন্ট্রাল কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান জন হোগান (ইংল্যান্ড), ডিরেক্টর ডেভেলপমেন্ট এরিয়াস জন রেয়ার (ইংল্যান্ড), ডেভেলপমেন্ট এরিয়াস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউজিন দাস (ভারত) এবং ভারতের আন্ধেরী সার্কেলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সাবের ডি'সুজা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা ক্যাটেনিয়ান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ইউজিন এস রিবেরু-এর স্বাগত বক্তব্যের মিটিংয়ে শুরু করেন। তিনি মিটিং-এ বিগত বছরের সফলতা সম্পর্কে বলেন যে, এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় সাভার এবং খুলনা (মুজগুন্নি) প্যারিশে আরো দুইটি সার্কেল

বিদেশী ব্রাদারদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এছাড়াও, মিটিং বর্তমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার প্রকল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। বিদেশ হতে আগত ব্যক্তিগণ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে ঢাকা এসোসিয়েশন কর্তৃক বিভিন্ন পরিচালিত কার্যক্রমগুলোর প্রশংসা করেন॥

DHARENDA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ফাদার লিউ জে. সালিভ্যান (সি.এস.সি) ভবন

ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘরঃ সাভার, জেলাঃ ঢাকা।

স্থাপিতঃ ১৯৬০ খ্রীঃ রেজি. নং- ৮/১০-১০-১৯৮৫ খ্রীঃ ও ৪২/৩-১২-২০০৩ খ্রীঃ

Phone: 7741926, Mob: 01911482807, E-mail: dccou.ltd@gmail.com

জুবিলী ॥ জুবিলী ॥ জুবিলী ॥

সম্মানিত সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে,আসছে ৩১ ডিসেম্বর,২০২০ খ্রীষ্টাব্দ ও ১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রীষ্টাব্দ মহা সমারোহে ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ৬০ বছরের "হীরক জুবিলী" উদ্‌যাপন করা হবে। উক্ত আনন্দঘন অনুষ্ঠানে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সংশ্লিষ্ট সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মাইকেল জন গমেজ
প্রেসিডেন্ট
ডিসিসিসিইউলিঃ

নয়ন পিলবার্ট রোজারিও
সেক্রেটারি
ডিসিসিসিইউলিঃ

সিস্টারস অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ের বিশেষ নিমন্ত্রণ

"এসো এবং দেখো" (২৪ মার্চ – ২৮ মার্চ) ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

স্নেহের কিশোরী-যুবতী বোনেরা,

মানব প্রেমী প্রভু যিশু তাঁর ভালবাসার দৃষ্টি নিয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং মানব সমাজে তাঁর কল্যাণ কাজ চালিয়ে যেতে ও জীবন চলার পথে তাঁর সাথী হবার জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ করছেন। তোমাদের সাথে তিনি কথা বলতে চান। তাঁর এই প্রেমালাপে অংশ নিতে ও তাঁর বিশেষ ভালবাসার পাত্রী হতে তোমাদের সামনে রয়েছে এক সুবর্ণ সুযোগ **"এসো এবং দেখো" (Come and See)** প্রোগ্রাম। তোমরা যারা ঐশ্ব প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেবার চিন্তা-ভাবনা করছ এবং এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছো কিংবা তদূর্ধ্বে অনার্স, ডিগ্রি, নার্সিং ট্রেনিং এ অধ্যয়নরত এবং যারা ব্রতীয় জীবন ও আমাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তোমাদেরই জন্যে আমাদের এ আয়োজন।

স্থান : সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট, যশোর
আগমন : ২৪ মার্চ সোমবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২৮ মার্চ শুক্রবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

যোগাযোগের ঠিকানা

সিস্টার পলিন রোজারিও, এসসি
কাপিতানিও কনভেন্ট
৯৮/৯৯ আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
মোবাইল : ০১৭০৬১০৩৯৬৫

বিপ/৬৬/২০

Tribute To Our Loving Father John Gomes

With Loving Memory of Our Baba,

Late : John Gomes

Date of Birth : 05 Jun, 1959

Died on : 29 January, 2020

Dear father,

Your are always missed here since the day you left us. Though you are apart, you will be in our heart. For we know that no matter what, your presence will always be with us. You will be our inpiration forever. You will be still alive in our adorable memories.

It is an indescribable amount of grief after losing You. Losing a Father often means losing a protector, a guiding hand, a best friend, and a superhero. You are always in our thoughts, prayers and love forever.

With Love & Respect

Wife : Jannifer Gomes
Sons : Charles & Justin Gomes
Brothers' : Dilu, Dipu & Sipu Gomes
Sisters' : Kalpona, Rina, Mina & Shima Gonsalves

বিপ/৬৮/২০

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ মার্চ, শুক্রবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব মহাসমারোহে পালিত হবে।

এই পর্বের আশীর্বাদ গ্রহণ ও আনন্দের সহভাগী হতে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।

খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান ১৫০ টাকা মাত্র।

পর্বে নভেনার খ্রিস্টযাগ
নভেনা : ১১ - ১৯ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সকাল : ৬:০০ মিনিটে
বিকাল : ৪:৪৫ মিনিটে

শুভেচ্ছান্তে,
ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, পাল-পুরোহিত
ও প্যারিস কাউন্সিল এবং খ্রিস্টভক্তগণ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সিগঞ্জ

পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৬:৩০ মিনিটে
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিটে

বি:দ্র: স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

বিজ্ঞ/৬১/২০

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তোমাদের দুজনেরই এই সুন্দর পৃথিবী থেকে না ফেরার দেশে চলে যাওয়া আমাদের মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়। আজও তোমরা দু'জনেই আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়, প্রতিটি নিঃশ্বাসে আছো। ভুলবো না তোমাদের কোনদিন।

আমাদের মা বাবার জন্য সবাই প্রার্থনা করবেন তারা যেন স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করতে পারে। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর তাদের আত্মাকে চিরশান্তি দান করুক এই প্রার্থনা করি।

প্রয়াত ফিডালিশ গমেজ
জন্ম : ২৫ জুন, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত বাণী রোজারিও
জন্ম : ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

পূর্ব ভাদার্ত্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

শোকার্ত পরিবারবর্গ

ছেলে ও ছেলে বৌ : দীপক গমেজ ও রুমা ভেরোনিক রোজারিও
: দিলিপ গমেজ ও রেখা ক্রুশ
: পলাশ গমেজ ও লাবনী কস্তা
: পংকজ গমেজ ও শিখা কোড়াইয়া
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : রনা গমেজ ও রতন গমেজ

মেয়ে : রিনা গমেজ
নাতি : দীপ, দিপঙ্কর, দীপ্ত, দিপু, দীর্ঘ্য ও সৌভিক গমেজ
নাতনী : সুমি ক্লারা গমেজ
নাতিন জামাই : অমিত কস্তা
নাতিন : কলি, দীক্ষা, দেখা, দিয়া,
পুতি : এরি মাইকেল কস্তা

বিজ্ঞ/৬২/২০

BOOK POST

"এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

তুমি কি ব্রতীয় জীবনের কথা ভাবছ?
তুমি কি "দূতগণের রাণী মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের কাটেখিষ্ট সন্ন্যাস সংঘ"
সিআইসি (শান্তি রাণী) এর মাধ্যমে
যিশুর আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী?

স্নেহের বোনেরা,

তোমরা যারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ ও তদুর্ধ্বে অর্ধয়নরত, তোমরা যদি ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসা ও সেবার ঐকান্তিক ইচ্ছা অনুভব কর তাহলে "এসো দেখে যাও"। আমাদের সংঘের অনুগ্রহদান, আধ্যাত্মিকতা, সংঘবদ্ধ জীবন ও সেবাকাজ সহভাগিতা করার লক্ষ্যে, **"এসো দেখে যাও"** প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য তোমরা নিমন্ত্রিত।

"এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
(সকলের সুবিধার্থে দুটি দলে করা হবে)
তারিখ : ১৪ – ১৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : স্নেহানীড়, বাগান পাড়া, রাজশাহী

তারিখ : ২২ – ২৬ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মহেশপুর মিশন, দিনাজপুর

যোগাযোগের ঠিকানা:
সিস্টার স্বপ্না বি গমেজ, সিআইসি
মোবাইল : ০১৭২৫৫২৮৫৩৮
সিস্টার যুদিতা মুর্মু, সিআইসি
মোবাইল : ০১৭০৮৭৬১৬৮৮

বি: দ্র: - রেজিষ্ট্রেশন ফি ৩০০/=
যাতায়া খরচ : নিজস্ব
(আসার সময় পাল-পুরোহিতের চিঠি ও ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র আনতে হবে)।

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক–লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org